www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ – ১ আষাঢ়, ১৪২৪ ঃ ১০ জুন – ১৬ জুন, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 33, 10 June - 16 June, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা মন্তেসরি, প্রি-প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। কম্পিউটার ও ব্রতচারি সহ।
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত, কলকাতা-১২৪
ফোন : ২৫৫২-০১৭৭
মোবাইল : ৯৮৩৬১৮৪৭১২

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আর নগদ নয়। নগদে ২ লক্ষ টাকা বা তার বেশি লেনদেন

করলে জরিমানা হবে সমান অঙ্কের। গত ১ এপ্রিল থেকে চালু হয়েছে এই নিয়ম। এখনও প্রবণতা দেখে সতর্ক করল আয়কর দফতর।

রবিবার : ১০০ দিনের কাজে প্রথম হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। নবান্নে

মুখ্যমন্ত্রী এই খবর জানিয়ে বলেছেন আগামী ১৫ জুন রাজ্যকে এই পুরস্কার দেবে কেন্দ্রীয় সরকার।

সোমবার : বিলেতে ফের সন্ত্রাস হানা। এবার লন্ডন ব্রিজে। উন্মত্ত

গাড়ি, ছুরি হামলার বলি হলেন ৭ জন। রাত দশটা নাগাদ জমজমাট লন্ডনে ব্রিজের উপর দক্ষিণ দিক থেকে আসা একটি ভ্যান হঠাৎই ফুটপাতে উঠে ধাক্কা মারতে থাকে পথচারীদের। তারপর দুটি হামলা।

মঙ্গলবার : উত্তর কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলার সুম্বল এলাকায়

সিআরপিএফ ঘাঁটিতে হামলা চালাবার চেষ্টা ব্যর্থ হয় সতর্ক নজরে। জওয়ানরা গুলি চালালে পাল্টা গ্রেনেড ছোড়ে জঙ্গিরা। অবশেষে খতম হয় পাকিস্তানের নাগরিক ৪ ফিদায়েঁ জঙ্গি।

বুধবার : কৃষক বিক্ষোভের আগুন ছড়ালো মধ্যপ্রদেশের

মন্দসৌরে। পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছেন ৫ জন। রাজ্যের একাধিক জায়গায় জারি করা হয়েছে কার্ফু। ফসলের ন্যায্য দাম এবং ঋণ মকুবের দাবিতে হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রেও চলছে কৃষক বিক্ষোভ। ভারতের প্রাণ কৃষকরা যদি ভালো না থাকে তবে মোদির আচ্ছে দিন ধুলোয় গড়াগড়ি খাবে।

বৃহস্পতিবার : ইরানের রাজধানী তেহরানে পার্লামেন্ট

এবং আয়াতোল্লা খোমেইনির সমাধিক্ষেত্রে জঙ্গি হানায় নিহত হল ১২ জন। আহত কমপক্ষে ৩৯ জন। দুটি হামলারই দায় স্বীকার করেছে আইএস।

শুক্রবার : মন্ত্রিসভার বৈঠক ও বেসামাল আন্দোলন একই

দিনে দেখল বাংলার সাদের শৈলশহর দার্জিলিং। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রিসভার বৈঠক বসিয়ে চমক দিচ্ছিলেন অন্যদিকে বিমল গুড়ুং-এর নেতৃত্বে পুর্বঘোষিত গণতান্ত্রিক আন্দোলন রূপ নিল জঙ্গিহানায়। দূরের মাঝে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল পাহাড়ের পর্যটক।

সবজান্তা খবরওয়ালা

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা সত্ত্বেও সরকারি নজরদারির অভাব

অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে ভুটভুটি চলছেই

কুনাল মালিক

গত ২ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন জেলার জলপথ পরিবহনের ক্ষেত্রে যাত্রী সাধারণের সুরক্ষার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার। ফিট সার্টিফিকেট নিয়ে ভুটভুটিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী তুলতে হবে। বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী তোলা যাবে না। যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য লাইফজ্যাকেট দিতে হবে। প্রশাসন এব্যাপারে নজরদারি করবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা সত্ত্বেও দক্ষিণ শহরতলির আলিপুর সদর মহকুমার বজবজ থেকে বুড়ুল পর্যন্ত হুগলি নদীর বিভিন্ন ফেরিঘাট ঘুরে অন্যচিত্র চোখে পড়ল। গত ৮ জুন বজবজ, ঝাউতলা, পূজালি, তিনফটক, রায়পুর, নলদাঁড়ি, বুড়ুল ঘাটে গিয়ে দেখলাম কোথাও সরকারি নির্দেশ মানা হচ্ছে না। এমন কি ভুটভুটি এবং খেয়া নৌকার মাঝি বা দাঁড়িরা অনেকেই সরকারের এই কঠোর নির্দেশ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। হুগলি নদীর দুই পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হাওড়ার মধ্যে বেশ কিছু বৈধ ভুটভুটি এবং অবৈধ খেয়া চলাচল করে। বজবজ থেকে বাউড়িয়া, পূজালি থেকে উলুবেড়িয়া, বিড়লাপুরের তিনফটক থেকে হীরাপুর, রায়পুর থেকে শাঁখাভাঙা, কাঁটাখালী, বাগান্ডা, বুড়ুল থেকে ৫৮ গেট বিভিন্ন জায়গায় ফেরি চলাচল করে। অধিকাংশ ফেরির অবস্থা ভালো নয়। যতক্ষণ না যাত্রী ভর্তি হচ্ছে, ততক্ষণ ফেরি ছাড়া হয় না। কোনও ফেরিঘাটেই নজরদারি নেই। লাইফজ্যাকেটের নামগন্ধও নেই। রায়পুর ফেরিঘাটে শাঁখাভাঙা থেকে আসা ভুটভুটির দাঁড়ি গৌতম মন্ডল জানালেন, যাত্রী সুরক্ষা বা সংস্কারের ব্যাপার তারা কোনও সরকারি নির্দেশ পাননি। ওইদিন বিকালে চোখে পড়ল কাঁটাখালীর ভুটভুটিতে গাদাগাদি করে প্রচুর যাত্রী ও মোটরবাইক যাতায়াত করছে। কোথাও লাইফজ্যাকেট বা সরকারি নজরদারি চোখে পড়েনি। এই প্রসঙ্গে আলিপুর সদর মহকুমার মহকুমা শাসক প্রলয় মজুমদার জানালেন, বিভিন্ন ফেরিঘাটে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে সচেতনতামূলক ব্যানার লাগানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ শীঘ্রই কার্যকরী করা হবে। সরকারি নজরদারিও চলবে। তবে সকল যাত্রী সাধারণকে লাইফজ্যাকেট দেওয়ার প্রসঙ্গে মহকুমার শাসক জোর দিয়ে কিছু বলতে পারেননি। গত ৬ জুন কলকাতায় জলপথ পরিবহন নিয়ে একটি আলোচনা সভায় পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, তেলেনিপাড়া ও কালনা কান্ডর পর রাজ্য সরকার জলপথ পরিবহন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী হয়েছে। বৈধ কাঠ ও স্টিলের জলযান বানানো হবে। যাত্রী সুরক্ষার জন্য লাইফ জ্যাকেটও যাত্রীদের পরা বাধ্যতামূলক করা হবে। জল ধরো প্রকল্পে জলযান বানাতে রাজ্য সরকার অনুদানেরও ব্যবস্থা করবে।

লিকুইডেশনে গেল ঐতিহ্যবাহী জেশপ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

হুগলি জেলার সাহাগঞ্জের ঐতিহ্যশালী ডানলপ কারখানার পর রাজ্যের আরও একটি ঐতিহ্যশালী কারখানা এবার পাকাপাকিভাবে দেউলিয়ার খাতায় নাম লেখালো। বর্তমান রাজ্য সরকার উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার দমদমের ঐতিহ্যশালী কারখানা জেশপ অ্যান্ড কোম্পানির অধিগ্রহণ বিল পাশের পরও চলে গেল লিকুইডেশনে। বিল পাশের প্রায় পনেরো মাসের

জলে গেল রাজ্যের প্রচেষ্টা

মধ্যেই এহেন ঘটনায় কারখানার খাতায় কলমে প্রায় ৪৫০ জন শ্রমিকের ১০ হাজার টাকা করে ভাতা পাওয়ার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। এই কারখানায় প্রায় ৩৫০ জন শ্রমিক, কর্মচারী এখনও পর্যন্ত তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি সহ অবসরকালীন ভাতা পাননি। এদিকে গত ৬ মাস মহামান্য হাইকোর্ট জেশপ কারখানা সংক্রান্ত মামলায় এটিকে গুটিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়। পাঠানো হয় সরকারি অফিসিয়াল লিকুইডেটর। সেই মামলার শুনানিতে রাজ্য সরকার সিকিওরড ক্রেডিটার হিসেবে অংশ নেয়নি এবং বিরোধিতাও করেনি। করলে হয়তো জেশপ কারখানার এমন অবস্থা হত না বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় জেশপ অধিগ্রহণ বিলটি পাশ করেন। এই সংস্থায় কেন্দ্রের এখনও ৪.১৫৮ শতাংশ শেয়ার রয়েছে। তাই কেন্দ্রকে উপেক্ষা করে এই বিলটি পাশ করানো যায় কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য এটিকে পাঠানো হয়, তাও প্রায় পনেরো মাস আগে। বিলের সম্মতি দেওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে কয়েকটি বিষয় জানতে চাওয়া হয়। এরপর পাঁচের পাতায়

১৪ টি গ্রন্থাগারকে কোটি টাকার অনুদান

রিম্পি ঘোষ

পরিকাঠামোগত সমস্যার জন্য এবং পর্যাপ্ত কর্মী ও পাঠকের অভাবে হুগলি জেলার বহু গ্রন্থাগারই ধুঁকছে। এই সকল গ্রন্থাগারের হাল ফিরিয়ে আনার জন্য ইতিমধ্যেই দফায় দফায় রাজ্য গ্রন্থাগার দপ্তরের প্রতিনিধিরা জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিদর্শনে

আসেন। গত ১৮ মে রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী হুগলি জেলার চুঁচুড়াতে গ্রন্থাগার বিষয়ক এক সচেতনতা শিবিরে আসেন। সেখানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, রাজ্যের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার দপ্তরের অধিকর্তা স্বরূপ কুমার পাল, জেলাশাসক সঞ্জয় কুমার বনশল, জেলা পরিষদের সভাধিপতি আলহাজ শেখ মেহেবুব রহমান, সহ – সভাধিপতি চামেলী মুরমু, শিক্ষা কর্মাধক্ষ্য সাহিনা সুলতানা, জেলার ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার আধিকারিক সুজয় সাধু প্রমূখ। শিবির সূত্রে জানা যায়, গ্রন্থাগারে কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে শুরু হওয়ার পাশাপাশি ইতিমধ্যে প্রায় ৩৯৬ টা গ্রন্থাগারকে কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও প্রায় ৪০০ টি গ্রন্থাগারকে কম্পিউটার প্রদান করা হবে বলে জানা যায়। এছাড়া, গ্রন্থাগারে পাঠক বৃদ্ধি করার জন্য পাঠকদের চাহিদামত বই রাখা হবে। এদিন রাজ্যের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার দপ্তরের অধিকর্তা স্বরূপ কুমার পাল শতবর্ষ প্রাচীন চন্দননগর পুস্তকাগার পরিদর্শনে যান।

এরপর পাঁচের পাতায়

মধ্যযুগীয় বিচারসভার ফতোয়া পৈশাচিক অত্যাচার গৃহবধূকে

মেহেবুব গাজী

পরকীয়া সম্পর্কের জেরে মহিলার ওপর মধ্যযুগীয় বর্বরতা। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটল নামখানার খাটুয়ারবাজারে। এদিন দুপুর ২টো। পুরুষ, মহিলা মিলে হাজির তখন কয়েকশো গ্রামবাসী। সবার লক্ষ্য এক মহিলাকে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে আরও কিভাবে নির্মমভাবে 'শাস্তি' দেওয়া যায়। নিছক সন্দেহের বশে অভিযোগে মহিলাকে 'শাস্তি'নিদান। কয়েকজন এগিয়ে গেল মহিলাকে নগ্ন করে দিতে। কেউ আবার চুল কাটার মেশিন নিয়ে এল। কেউ আবার লাঠি নিয়ে হাজির হল। তারপর শুরু হল মহিলাকে গণপ্রহার। কেউ চুল টেনে ছিঁড়ে নিল। কেউ আবার মেশিন দিয়ে মাথার সামনে মুড়িয়ে দিল। কেউ লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারল। কেউ আবার কড়া শাস্তি দিতে কয়েকশো লোকের সামনে মহিলার শাড়ি খুলে যৌনাঙ্গে আঘাত করল। সেই নির্মম ছবি কেউ আবার মোবাইলের ক্যামেরায় বন্দি করে রাখল। টানা নির্যাতনে একসময় মহিলা রক্তাক্ত হয়ে গেলেন। নেতিয়ে পড়লেন।

ঘন্টা দু'য়েক ধরে চলল সেই মধ্যযুগীয় বর্বরতা। এইসময় প্রতিবেশী মারফৎ স্ত্রীর ওপর নির্মম অত্যাচারের খবর পেয়ে ছুটে আসেন স্বামী। স্ত্রীকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন স্বামী। কিন্তু গ্রামের স্বঘোষিত মাতব্বররা কেন ছাড়বে? এরপর একটি মোটরভ্যানে চাপিয়ে মহিলাকে চন্দ্রনগর গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। এই গ্রামেই মহিলার বাপের বাড়ি। সেখানেও একইভাবে অত্যাচার চলল বেশ কিছুক্ষণ। ততক্ষণে সন্ধ্যে নামতে শুরু করেছে। নামখানা থানার পুলিশের কাছে খবর পৌঁছেছে। পুলিশ সন্ধ্যে নাগাদ মহিলাকে উদ্ধার করে নামখানার দ্বারিকনগর ব্লক হাসপাতালে ভর্তি করায়। সেখানেই চলছে নির্যাতিতার চিকিৎসা। হাসপাতালের চিকিৎসক বীরেন্দ্র সাঁতরা জানিয়েছেন, 'মহিলার সারা

শরীরে আঘাতের চিহ্ন আছে। মহিলা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আছেন।' সুন্দরবনের পুলিশ সুপার তথাগত বসু বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। গণেশ বিশ্বাস নামে এক অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়েছে।'

একুশ শতকে দাঁড়িয়ে মহিলাদের ওপর এই বর্বরোচিত আক্রমণের নিন্দা করে রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুনন্দা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এই ঘটনার নিন্দা করার ভাষা নেই। পুলিশকে বলব অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।' এরপর পাঁচের পাতায়

পঞ্চায়েতে দুর্নীতি প্রধান ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিপিএমের পঞ্চায়েত প্রধানের আর্থিক দুর্নীতির প্রতিবাদে পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করল গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে পাথরপ্রতিমার ব্রজবল্লভপুর পঞ্চায়েতে। রাস্তা সহ একাধিক প্রকল্পের কাজ না করে টাকা তুলে নিয়েছে এমনটাই জানান পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা পরিমল বারিক। এদিন তাঁরই পরিচালনায় বাকি সদস্যদের নিয়ে প্রধানকে ডেপুটিশান দেওয়া হয়। গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েত অফিসের

সামনে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশের সাথে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। পাথরপ্রতিমার বিডিওর কাছে অভিযোগ জানানো হয়। বিক্ষোভ চলতেই থাকে। পরে রাতে পুলিশ এসে প্রধানকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বিডিও বলেন, যে অভিযোগ এসেছে তা আমরা তদন্ত করে দেখব। বিক্ষোভের জেরে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। গ্রামবাসীদের দাবি যতক্ষণ না প্রধানকে অপসারণ করা হবে ততক্ষণ অবস্থান বিক্ষোভ চলবে।

নেতাজির মৃত্যু ঘোষণা : পাপের বোঝা দিল্লির ঘাড়ে

পার্থসারথি গুহ

'রাজা আসে যায়, আসে আর যায়, পোশাকের রং বদলায়, কিন্তু স্বভাব বদলায় না'। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে কংগ্রেস থেকে বিজেপি সরকার, পরিবারতন্ত্র ও ধর্মভিত্তিক মতাদর্শ সবই যেন এক সরণিতে এসে পড়ছে। তাই স্মরণ করতে হচ্ছে বিখ্যাত এই কবিতার লাইনটি। মহান দেশনায়কের দেশ গড়ার তহবিল আত্মসাৎ করেও যেন এই 'হাঙর' রাজনীতিবিদদের পেট ভরেনি। জাতির হৃদয়ে স্থায়ীভাবে আসন করে নেওয়া এই বীর দেশপ্রেমিকের নাম মুছে দিতে এখনও সেই অপচেষ্টা জারি রয়েছে নানা আঙ্গিকে। সম্প্রতি সায়ক সেন নামক জনৈক ব্যাক্তি তথ্য জানার অধিকার বলে জানতে চেয়েছিলেন নেতাজির অবস্থান সম্পর্কে। তার উত্তরে মোদী সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর অসাড় তত্ত্ব আউড়েছেন। অর্থাৎ সাত কাণ্ড রামায়ণের পর যেন জানতে চাওয়া হচ্ছে সীতা কার কন্যা? ভাবতে কেমন যেন লাগছে, এই সরকারই কিছুদিন আগে ঘটা করে যে নেতাজি ফাইল প্রকাশ করেছে তাতে সাফ বোঝা যাচ্ছে ১৯৪৫-এর পরেও নেতাজি বহাল তবিয়তে রয়েছেন। কংগ্রেস বুলেটিন হোক আর মস্কো রেডিও থেকে নেতাজির বেতার বার্তা সবই তো পরিস্কার বোঝাচ্ছে ১৯৪৫-এর ওই 'সাজানো দুর্ঘটনা'র পরেও রাশিয়া বা চিনে যথেষ্ট সক্রিয় থেকেছেন নেতাজি সুভাষ। ২০১১ ও ২০১২ তে কেন্দ্রে ইউপিএ সরকার থাকাকালীন যথাক্রমে রুদ্রজ্যোতি ভট্টাচার্য ও শুভাশিস চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে জানানো হয়েছে টোকিও রেডিওতে ১৮.৮.১৯৪৫-এ বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর কথা বলা হলেও তার স্বপক্ষে তেমন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এর জন্য কেন্দ্রের তরফে ক্ষমাও চাওয়া হয়েছে রুদ্রজ্যোতিবাবু ও শুভাশিসবাবুর কাছে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে কতটা বিভ্রান্তি রয়েছে সরকারের অন্দর মহলেও। তাইওয়ান সরকার যখন বলছে সেদিন কোনও বিমান দুর্ঘটনাই ঘটেনি, তখন কেন বারবার এই মিথ্যার ঢাক পেটানো?

এত কিছু সত্ত্বেও কেন নরেন্দ্র মোদি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এমন মিথ্যা সাফাই দিচ্ছে। তারপর আবার ডিগবাজি খেতেও দেখা যাচ্ছে তাঁদের। আর অদ্ভুত ব্যাপার এটাই প্রধানমন্ত্রী বিদেশে থাকাকালীন এই ধরণের দায়িত্বজ্ঞানহীন ঘটনা ঘটাচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। যাতে মনে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীকেও

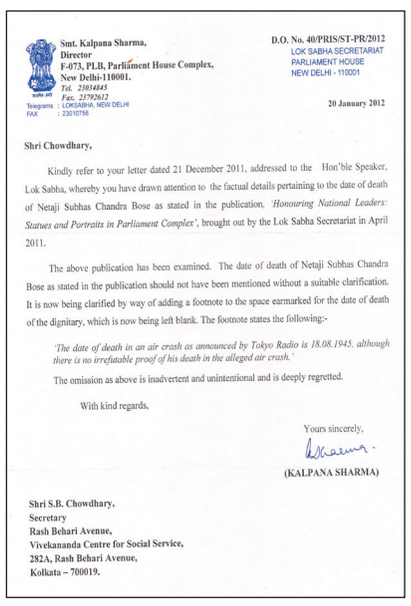

Smt. Kalpana Sharma,
Director
F-073, PLB, Parliament House Complex,
New Delhi-110001.
Tel. 23034545
Fax. 23792612
Telegrams : LOKSABHA, NEW DELHI
FAX : 23010756

D.O. No. 40/PRIS/ST-PR/2012
LOK SABHA SECRETARIAT
PARLIAMENT HOUSE
NEW DELHI - 110001

20 January 2012

Shri Chowdhary,

Kindly refer to your letter dated 21 December 2011, addressed to the Hon'ble Speaker, Lok Sabha, whereby you have drawn attention to the factual details pertaining to the date of death of Netaji Subhas Chandra Bose as stated in the publication, *'Honouring National Leaders: Statues and Portraits in Parliament Complex'*, brought out by the Lok Sabha Secretariat in April 2011.

The above publication has been examined. The date of death of Netaji Subhas Chandra Bose as stated in the publication should not have been mentioned without a suitable clarification. It is now being clarified by way of adding a footnote to the space earmarked for the date of death of the dignitary, which is now being left blank. The footnote states the following:-

'The date of death in an air crash as announced by Tokyo Radio is 18.08.1945, although there is no irrefutable proof of his death in the alleged air crash.'

The omission as above is inadvertent and unintentional and is deeply regretted.

With kind regards,

Yours sincerely,

(KALPANA SHARMA)

Shri S.B. Chowdhary,
Secretary
Rash Behari Avenue,
Vivekananda Centre for Social Service,
282A, Rash Behari Avenue,
Kolkata – 700019.

অন্ধকারে রাখা হয়েছে এই বিষয় নিয়ে। প্রশ্ন উঠছে কারা এখনও নেপথ্যে থেকে বীর দেশনায়ক সম্পর্কে বিকৃত তথ্য তুলে ধরার ব্যাটন হাতে নিয়েছে। এদিক থেকে দেখতে গেলে কংগ্রেসের বহু বশংবদ আমলা বা কর্তা রয়ে গিয়েছেন ক্ষমতার চক্রব্যূহে। মোদিকে বদনাম করার অভিপ্রায় তাঁদের একাংশের কারসাজিও হতে পারে এক্ষেত্রে। আবার নরেন্দ্র মোদি বিরোধী এক বৃদ্ধ বিজেপি নেতাও থাকতে পারেন এইসব চক্রান্তের আড়ালে। কারণ তাঁদের কাছে দেশনায়ক হিসেবে কখনই স্থান পান না নেতাজি। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, বীর সাভারকার বা দীনদয়াল উপাধ্যায় নিয়ে তাঁদের নাচনকোঁদন অনেকটাই বেশি। একে আদিখ্যেতা বলা হচ্ছে না, কিন্তু যে স্বাধীন ভারতবর্ষে পা রেখে যাবতীয় ক্ষমতা ভোগ করা যাচ্ছে সেটা নেতাজির লড়াই ছাড়া সম্ভব ছিল কী? এই প্রশ্নটা আদৌ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের শুধোন কি আপনারা? উত্তরটা বলে দেওয়া সহজ। এরা এতটাই স্বার্থপর, যে দেশমাতৃকা কেন, নিজের পরিবারকেই হয়তো ঠিকভাবে ভালোবাসতে, সম্মান করতে শেখেননি। যখের ধন আগলানোর মতো ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে চেয়েছেন এঁরা।

যদিও ইতিহাস কিন্তু কখনই রাষ্ট্রদোহীদের ক্ষমা করে না। নেতাজির মতো দেশনায়ক লিপিবদ্ধ থেকে যান এই বীরগাঁথায়। নেতাজিকে অবমাননার এই অসাধু প্রয়াসের বারংবার বিরোধিতা করে আসছেন তামাম ভারতবাসী থেকে নেতাজিভক্তরা। আরটিআইয়ের প্রেক্ষিতে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যে মিথ্যে তথ্য তুলে ধরেছে তার প্রতিবাদও হচ্ছে সর্বস্তরে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এর নিন্দা করেছেন। নেতাজিপ্রেমীদের পক্ষ থেকে সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে এও জানানো হয়েছে শীঘ্রই তাঁরা এই বিষয়ে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করবেন। এছাড়াও রাজ্য বিধানসভা থেকে দলমত নির্বিশেষে যাতে একটি প্রস্তাব আনা যায় সে জন্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান, বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী ও বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আগামী ১১ জুন ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে নেতাজি ফাউন্ডেশনের তরফে যে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে তাতে শামিল হবেন অগণিত নেতাজিপ্রেমী। এছাড়াও আগামী ১৩ জুন শিয়ালদহতে সন্তান দলের কর্মসূচিতেও যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

লগ্নি করুন ফার্মা কাউন্টারে, সতর্ক থাকুন চূড়ায় থাকা বাজার থেকে

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

শরীর খারাপ হলে মানুষ যে ওষুধ খাবে তার জো নেই। অন্তত শেয়ার বাজারের প্রেক্ষাপটে একথা বলাই চলে। কারণ গত বেশ কয়েক বছরের যে বুল রান ফার্মা সেক্টর দেখিয়েছে তা থেকে বিচ্যুত হয়েছে অনেকাংশেই। শুধু বুল ট্র্যাক থেকে সরে যাওয়া নয়, এখন শেয়ার বাজার যখন তার সর্বোচ্চ অবস্থানে দাঁড়িয়ে তখন ফার্মা কাউন্টারগুলি কিন্তু তাঁদের লাইফ-লোতে চলে গিয়েছে। সান ফার্মা, সিপলা, ওখহার্ড, স্ট্রাইডস অ্যাকরোল্যাব প্রভৃতি নামজাদা শেয়ার এখন তাদের ৫২ সপ্তাহ নিম্নতলে তলিয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় যথারীতি শেয়ার বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ দাবি করছেন এখন ওষুধের শেয়ার কেনা থেকে বিরত থাকতে। কিন্তু আদতে এত লোভনীয় ও আকর্ষক দামে চলে আসা ফার্মা কাউন্টারের শেয়ার থেকে আপনার বা আমার মুখ ফিরিয়ে থাকতে আদৌ ভালো লাগছে? আর যদি সত্যি নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে মনে হয় আপনার কিনতে ইচ্ছে করছে তাহলে কোনওদিকে না তাকিয়ে ওষুধের অপরিহার্য শেয়ারগুলি কিনে ফেলা উচিত। কারণ এমন দামে ফার্মা শেয়ার আর নাও পাওয়া যেতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে এখনই কী নিচের দামে চলে আসা ভালো ওষুধ কোম্পানির শেয়ার কিনে ফেলা উচিত? এক্ষেত্রে উত্তর হল এখন যদি আপনার ২০০ ফার্মা শেয়ার কেনার অবস্থা থেকে তো এই জায়গায় অন্তত ৫০ টা কিনে ফেলতেই পারেন। তাহলে বাকিটা কবে কিনবেন? সেটারও উত্তর হাতের সামনে রয়েছে। টার্গেটে থাকা বাকি ১৫০টা ওষুধ কাউন্টার কিনুন একটা কারেকশন সংঘটিত হওয়ার পর।

হ্যাঁ, এই কারেকশন বলতে বাজারের সার্বিক সংশোধনীর কথাই বলা হচ্ছে। ১০ হাজারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা নিফটির সামনে কারেকশনের কথা বলতেও কেমন যেন ধৃষ্টতা মনে হচ্ছে,তাই না। ঘটনা হল, কারেকশন তো হতেই হবে। আজ না হয় কাল। এবার ১০ হাজার হয়ে হবে না আগে এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে অনেক সময়ই তীরে এসে তরী ডোবার ঘটনা ঘটেছে ভারতের অর্থ বাজারে। অর্থাৎ আপনি ভাবলেন এই নিফটি ৯ হাজার হয়ে গেল, তো দেখা গেল ওভারনাইট পতনের হাত ধরে তাই প্রায় হাজার পয়েন্ট নিচে চলে এসে বড়মাপের সংশোধনী তৈরি করে দিল। এবারে যে তা ঘটবে না, সেটা কী আগে থেকে বলা যায়। ১০ হাজারের কাছাকাছি চলে আসা নিফটি হয়তো এই সংশোধনীর হাত ধরে ১০ শতাংশ নিচে এসে ৮৬০০-৮৮০০ হয়ে উঠতে পারে। যদিও বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ এখনও বলে চলেছেন কারেকশন মানে ২-৩ শতাংশের বেশি কিছুতেই হবে না। বড়মাপের সংশোধনীতে যেতে এখনও নিফটিকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। কথা হচ্ছিল ওষুধ নিয়ে। তা মার্কেট কারেকশন যদি নিফটিকে ৮৭০০-৮৮০০ তে নিয়ে আসে তখন হয়তো দেখা যাবে ফার্মা সেক্টর আর তেমন পড়ছে না। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে যে সব ফার্মা কাউন্টার তাদের ৫২ সপ্তাহ 'লো'কে ছুঁয়েছে তারা হয়তো আর ৫-৭ শতাংশ নিচে আসতে পারে। তার থেকে বেশি নিচে আসা মুশকিল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। যখন মনে হবে বাজারের কারেকশন ইজ ওভার তখন বাকি ১৫০টা এস্টিমেটেড শেয়ার কিনে ফেলুন ফটাফট। অন্তত বছর খানেক থেকে বছর দুয়েকের মধ্যে এইসব নিচে আসা ওষুধের শেয়ার যে দ্বিগুণ হয়ে উঠবে না তা কী এখন থেকে বলা যায়।

সামনেই তো তরতাজা উদাহরণ রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শেয়ারের ব্যাপারে। এইসব পিএসইউ ব্যাঙ্কিং শেয়ারের দাম একসময় যে জায়গায় চলে এসেছিল তাকে খাদের কিনারা বললে বোধহয় উপযুক্ত হবে। অথচ দেখা গেল এখন সেসব পিএসইউ ব্যাঙ্কের শেয়ারই প্রায় দ্বিগুণ বা তার চেয়ে বেশি হয়ে উঠেছে। এটাই এই বাজারের মজা। যখন সবাই খালি কেনার কথা বলবে তখন নীরবে আপনার লগ্নি উঠিয়ে নিতে হবে, প্রয়োজনে সুইচ ওভার করতে হবে। আর যখন কোনও সেক্টর নিয়ে দুনিয়াশুদ্ধু সবাই বেয়ারিশ হয়ে উঠবেন, তখন সন্তর্পণে তাতে লগ্নি শুরু করতে হবে। যেটা এখন করতে হবে ফার্মার ক্ষেত্রে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১০ জুন – ১৬ জুন, ২০১৭

মেষ : সপ্তাহটি অতি সতর্কে ও সামধানে অতিবাহিত করতে হবে। বাক সংযম করে চলা উচিৎ। বাধা থাকলে আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। কর্মস্থলে দায়িত্ব বেড়ে যাবে। ব্যবসায়ে ভাল ফল পাবেন।

বৃষ: পতি-পত্নীর মধ্যে দ্বন্দ্বভাব লক্ষিত হবে। বন্ধু-বান্ধব থেকে সাবধান থাকবেন। যাঁরা শিল্পী তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। অতিরিক্ত চঞ্চলতা হেতু শিক্ষায় ক্ষতি। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন।

মিথুন : নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। অন্যের দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিজের কাঁধে নিতে যাবেন না। শিক্ষায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। শরীর ভাল যাবে না।

কর্কট : স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভদায়ক। সন্তান-সন্ততির বিষয়ে উদ্বেগ থাকবে। শিক্ষায় বাধা আসবে। গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে গোলযোগ পূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে।

সিংহ : পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসতে পারে। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্য ও সুনাম যশ বৃদ্ধি। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতি হলেও উন্নতির যোগ।

কন্যা : গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বের গোলমাল মিটে যাবে। আপনার সুচিন্তা ধারা কার্যে পরিণত হতে পারে। পতি পত্নীর মধ্যে মতের মিল থাকবে না। রক্তের উচ্চ চাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের আশা আছে।

তুলা : স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ। সাহিত্যিক ও শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভ। নতুন ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে মন দেবেন না। লেখাপড়ায় মোটামুটি ফল পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মস্থলে আয় ও উন্নতির যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। সদ গুরু লাভ এবং আধ্যাত্মিক পথে উন্নতির যোগ রয়েছে। পিতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হবেন। শিক্ষায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে।

ধনু : পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সংযমী হতে হবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া উচিত। কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ রয়েছে।

মকর : শিক্ষায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে পূর্বের তুলনায় বেশি লাভবান হবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলি যথাযথভাবে করতে পারবেন না। সৎ ও জ্ঞানী মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হবে। সাবধান থাকতে হবে।

কুম্ভ : অর্থনৈতিক বিষয়ে তেমন শুভফল পাবেন না। লেখাপড়ায় শুভ হবে। আর্থিক বিষয়ে অগ্রগতির যোগ রয়েছে। সন্তান-সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। কর্মস্থলে গোলযোগ পূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। সতর্কে চলতে হবে।

মীন : উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শুভফলের যোগ রয়েছে। নতুন নতুন চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। সন্তান-সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। দায়িত্বপূর্ণ কাজে বাধার মাধ্যমে অগ্রসর। চিন্তা ভাবনা করে কাজে হাত দেবেন।

লোকসভায় অফিসার পদে কর্মী নিয়োগ

অফিসার পদে ২৮ জন কর্মী নিয়োগ করবে লোকসভা সচিবালয় প্রার্থী বাছাই করবে ভারতীয় সংসদের জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট সেল। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 6/2017.

শূন্যপদের বিন্যাস : পোস্ট নম্বর ১: এক্সিকিউটিভ/লেজিসলেটিভ/কমিটি/প্রোটোকল অফিসার : ১৬টি (সাধারণ ১০, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৫)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পোস্ট নম্বর ২ : রিসার্চ রেফারেন্স অফিসার : ১২টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি৩)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা ২ বছর মেয়াদের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা। অথবা আইনে স্নাতক। পোস্ট নম্বর ১-এর ক্ষেত্রে কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা কোম্পানি সেক্রেটারিরাও আবেদনের যোগ্য। সব ক্ষেত্রেই এ আইসিটিই স্বীকৃত কম্পিউটার সার্টিফিকেট বা ডোয়েক 'ও' লেভেল বা সমতুল কোর্স করা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ১০-৭-২০১৭ তারিখে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ১৫,৬০০-৩৯,১০০ টাকা। গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে প্রিলিমিনারি এবং মেন পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স (৫০ নম্বর), মেন্টাল এবিলিটি, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, অ্যারিথমেটিক (৫০ নম্বর) এবং জেনারেল ইংলিশ (৫০ নম্বর) বিষয়ে। মেন পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে তিনটি পেপারে— ডেসক্রিপটিভ ধরনের ইংরেজি (৩০০ নম্বর), জেনারেল স্টাডিজ (৩০০ নম্বর) এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোনও দুটি বিষয়ে এগ্রিকালচার, কেমিস্ট্রি, কমার্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেন্সি, ইকনমিক্স, জিওগ্রাফি, হিস্ট্রি ল, ম্যানেজমেন্ট, ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস, সাইকোলজি, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং সোশিওলজি প্রতিটি বিষয়ে থাকবে দুটি করে পেপার (মোট ১,২০০ নম্বর)। প্রতিটি পেপারের জন্য সময়সীমা ৩ ঘন্টা। এরপর পার্সোন্যাল ইন্টারভিউ (১৫০ নম্বর)।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.loksabha.nic.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদন করা যাবে ৯ জুন থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং সই (১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশন ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) জেপিজি বা জেপিই ফর্ম্যাটে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে যথাযথভাবে দরখাস্ত পূরণ করে সাবমিট করবেন। দরখাস্ত সাবমিট করার পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট অথবা যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : ০১১-২৩০৩ ৪৫২১।

জীবনবিমায় কেরিয়ার এজেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কিছু কেরিয়ার এজেন্ট নেবে জীবনবিমা নিগমের ইস্টার্ন জোনাল অফিস (কলকাতা)। কাজ করতে হবে কলকাতা পোস্টাল এলাকায়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : গ্র্যাজুয়েট।

বয়স : ৪-৬-২০১৭ তারিখে ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তফসিলি, প্রাক্তন সমরকর্ম এবং বিপণনের কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীরা বয়সে ৫ বছরের ছাড় পাবেন।

জীবনবিমার বিভিন্ন প্রকল্প বিপণনের কাজ। কলকাতার কেরিয়ার এজেন্টস ব্রাঞ্চের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচিত প্রার্থীরা প্রথম ৩ মাস মাসিক ১,২৫০ টাকা এবং পরবর্তী ২ বছর ৯ মাস মাসিক ২,৫০০ টাকা স্টাইপেন্ড পাবেন। এছাড়া ব্যবসার ওপর আকর্ষণীয় কমিশন পাওয়া যাবে। ভালো কাজ করলে টু-হুইকার কেনার জন্য কেনার টাকা পাওয়ার সুযোগ আছে।

কেরিয়ার এজেন্টস ব্রাঞ্চের ম্যানেজার সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, প্রার্থীদের পরে ইনশিওরেন্স রেগুলেটারি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (আইআরডিএ) পরীক্ষায় বসতে হবে। ট্রেনিংয়ের সময় এই পরীক্ষার জন্য তাঁদের প্রস্তুত করে দেওয়া হয়।

সন্দীপবাবু জানান, আবেদনের জন্য কোনও ফি নেই। প্রার্থীররা যে কোনও কাজের দিন প্রয়োজনীয় নথিপত্র সঙ্গে নিয়ে কেরিয়ার এজেন্ট ব্রাঞ্চে উপস্থিত হয়ে সরাসরি দরখাস্তের বয়ান পূরণ করে সেটি জমা দিতে পারেন। সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে : ৩ কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েশনের মার্কশিট ও সার্টিফিকেট, তফসিলিদের ক্ষেত্রে কাস্ট সার্টিফিকেট, প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট। নথিপত্রগুলির জেরক্স কপিও সঙ্গে নেবেন।

দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ দিন ২২ জুন।

যোগাযোগের ঠিকানা : কেরিয়ার এজেন্টস ব্রাঞ্চ, হিন্দুস্থান অ্যানেক্স বিল্ডিং, ৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলকাতা-৭০০ ০৭২।

তথ্যের জন্য যে কোনও কাজের দিন যোগাযোগ করতে পারেন এই দুই পদাধিকারীর ফোন নম্বরে : সন্দীপ ব্যানার্জি, ম্যানেজার, কেরিয়ার এজেন্টস ব্রাঞ্চ : ৯৭৪৮১-২৭১২৯। সোমনাথ চৌধুরী, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, কেরিয়ার এজেন্টস ব্রাঞ্চ : ৯৮৩০০ ৬৫৭৬৩।

পাঁচ পুলিশ বাহিনীতে ৬৬০ মেডিক্যাল অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৬৬০ জন মেডিক্যাল অফিসার ও স্পেশ্যালিস্ট মেডিক্যাল অফিসার নেবে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স। যথাক্রমে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট এবং ডেপুটি কমান্ড্যান্ট পদে নিয়োগ করা হবে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, সশস্ত্র সীমা বল, ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ এবং অসম রাইফেলসে। প্রার্থী বাছাই করবে সশস্ত্র সীমা বল সেলের রিক্রুটমেন্ট ব্রাঞ্চ।

শূন্যপদের বিন্যাস : মেডিক্যাল অফিসার (অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ড) : বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স : ১০৬টি (সাধারণ ৪০, তফসিলি জাতি ১১, ওবিসি ৫৫)। এর মধ্যে প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ১১টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স : ১১৭টি (সাধারণ ৭৬, তফসিলি জাতি ১৭, ওবিসি ২৪)। এর মধ্যে প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ১২টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। সশস্ত্র সীমা বল : ৬১টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি জাতি ১০, ওবিসি ৩৬)। এর মধ্যে প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ৬টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ : ১০৪টি (সাধারণ ১৩, তফসিলি জাতি ২৬, তফসিলি উপজাতি ৭, ওবিসি ৫৮)। এর মধ্যে প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ১০টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। অসম রাইফেলস : ৪০টি (সাধারণ ২৩, তফসিলি জাতি ৬, ওবিসি ১১)। এর মধ্যে প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ৪টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে।

কাজের খবর

বয়স : ৯-৭-২০১৭ তারিখে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতনক্রম : ৫৬-১০০-১,৭৭,৫০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

স্পেশ্যালিস্ট মেডিক্যাল অফিসার (ডেপুটি কমান্ড্যান্ট) : বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স : ৬১টি (সাধারণ ৩১, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ১৬)।

সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স : ১৩৮টি (সাধারণ ৬৯, তফসিলি জাতি ২১, তফসিলি উপজাতি ১০, ওবিসি৩৮)। সশস্ত্র সীমা বল : ১৯টি (সাধারণ)। ইন্দো টিবেটান বর্ডার পুলিশ : ৮টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৪)। অসম রাইফেলস : ৬টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২)।

ডেপুটি কম্যান্ডান্ট পদে নিয়োগ করা হবে চিকিৎসাশাস্ত্রের এই সমস্ত শাখায় : মেডিসিন, সার্জারি, গাইনিকোলজি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স, অ্যানেস্থেটিস্ট, রেডিওলজিস্ট, প্যাথোলজিস্ট, অপথ্যালমোলজিস্ট, সাইক্রিয়াট্রি, পেডিয়াট্রিক্স এবং অর্থোপেডিক্স।

বয়স : ৯-৭-২০১৭ তারিখে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন ক্রম : ৬৭,৭০০-২,০৮,৭০০ টাকা।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.crpf.nic.in পূরণ করা দরখাস্ত ৯ জুলাইয়ের মধ্যে পৌঁছতে হবে নির্দিষ্ট ঠিকানায়। এই নিয়োগ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আগ্রহীরা দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.crpf.nic.in

রামকৃষ্ণ মিশনে কারিগরি প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : চারটি বিষয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেবে রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির। বিষয়গুলি হল : ওয়েল্ডিং (আর্ক ও গ্যাস), অ্যাডভান্স ওয়েল্ডিং (টিগ ও মিগ), টু-হুইলার ও থ্রি-হুইলার রিপেয়ারিং ও মেন্টেন্যান্স, মোবাইল ফোন রিপেয়ারিং ও মেন্টেন্যান্স।

ওয়েল্ডিং, টু-হুইলার ও থ্রি-হুইলার রিপেয়ারিং ও মেন্টেন্যান্স এবং মোবাইল ফোন রিপেয়ারিং ও মেন্টেন্যান্সের প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৬ মাস। অ্যাডভান্স ওয়েল্ডিং এবং মোবাইল ফোন রিপেয়ারিং ও মেন্টেন্যান্সের ক্লাস হবে সপ্তাহে ৩ দিন। অন্তত ক্লাস এইট পাশ হলে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করা যাবে।

ফি : টু-হুইলার ও থ্রি-হুইলার রিপেয়ারিং ও মেন্টেন্যান্সের ক্ষেত্রে ২,১৫০ টাকা, অন্য কোর্সগুলির ক্ষেত্রে ২,৭৫০ টাকা। ওয়েল্ডিং (আর্ক ও গ্যাস), টু-হুইলার ও থ্রি-হুইলার রিপেয়ারিং ও মেন্টেন্যান্স এবং মোবাইল ফোন রিপেয়ারিং ও মেন্টেন্যান্সের ক্ষেত্রে মাসিক ফি ১৫০ টাকা কাজের দিন বেলা ১০টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের অফিসে গিয়ে নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে ভর্তি হওয়া যাবে ৩০ জুন পর্যন্ত।

ঠিকানা : রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির, বেলুড়, হাওড়া। ফোন : ২৬৫৪১১৪৫।

শব্দবার্তা ৩৩

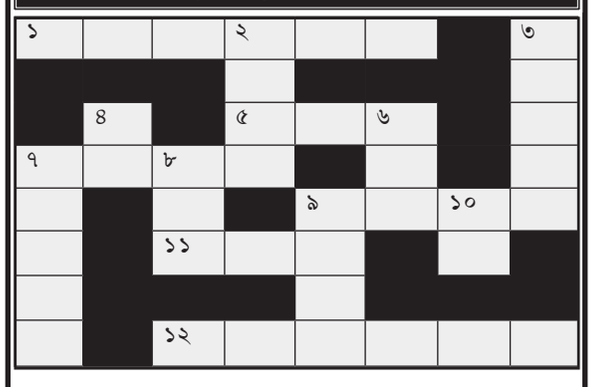

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। (আল.) অতিশয় ধনী ৫। 'উত্তর' দিন ৭। পুরোহিত ৯। তিরস্কার, হার ১১। ঢেউ, তরঙ্গ ১২। ভদ্রতার রীতিনীতি।

উপর-নীচ

২। অপরিমিত ও অখাদ্য আহার ৩। কৌরবদের প্রতিপক্ষ ৪। সন্ধান, অন্বেষণ ৬। ছাগী ৭। (আল.) কৃপণের সম্পত্তি ৮। মায়ের ভাই বা তৎস্থানীয় ব্যক্তি ৯। প্রবাহ, ক্ষরণ ১০। '— থাক স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পত্রখানি'।

সমাধান : শব্দবার্তা ৩২

পাশাপাশি : ২। সভ্যসমাজ ৫। মাপা ৭। উকিল ৮। জমিজমা ৯। রইরই ১১। অন্যায় ১২। রাশ ১৪। সাত সমুদ্র।

উপর-নীচ : ১। রাজা উজির মারা ২। সচ্ছল ৩। সরসিজ ৪। জমা ৬। পাড়া মাথায় করা ১০। ইতিহাস ১১। অভদ্র ১৩। শসা।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**-গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**-রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**-দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**-দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**-পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**-সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**-কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**-অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**-প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**-বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**-সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**-কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**-সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**-বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**-নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**-পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**-মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**-দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**-তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**-গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**-টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**-বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**-জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**-চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**-খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

বিদ্যুৎ বিভ্রাটে রণক্ষেত্র বীরভূম, ভাঙচুর অফিসে

নিজস্ব প্রতিনিধি : একটু বৃষ্টি হতে না হতেই বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে বীরভূম জেলার বিভিন্নপ্রান্ত। বিদ্যুৎ দফতরের অফিসে বারবার জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। এর প্রতিবাদে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল বীরভূম জেলা। লাঠিচার্জের অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। ভাঙচুর করা হল বিদ্যুৎ দফতরের অফিসেও। ১ জুন থেকে বিদ্যুৎহীন নলহাটি থানার পাইকপাড়া গ্রাম। প্রতিবাদে পরদিন ৬০ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে স্থানীয় বাসিন্দারা। জাতীয় সড়কের পাশে নলহাটি পাওয়ার হাউসে বিক্ষোভ দেখায়। ভাঙচুর করা হয় বিদ্যুৎ দফতরের অফিসে। নলহাটি থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। আন্দোলনকারীদের উপর লাঠিচার্জের অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। পুলিশের নির্মম লাঠির আঘাতে আহত হয় বাপ্পা শেখ, আমিরুল শেখ, রাহান শেখ, রকি শেখ। রামপুহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধৃতিমান সরকার ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন।

অন্যদিকে, গত তিনদিন ধরে লোভোল্টেজ, লোডশেডিং ময়ূরেশ্বর থানার ভগবতীপুর, পাকুরিয়া, সনকপুর, বাউটিয়া সহ ৫ – ৬টি গ্রাম। ৩ জুন শনিবার কোটাসুর সাব স্টেশনের কর্মীরা গ্রামে গেলে বিক্ষোভের মুখে পড়ে। গ্রীষ্মের চড়া রোদে বিদ্যুৎ দফতরের কর্মী বসন্ত ধীবর, তপন বাগ্দী, ভগীরথ বায়েন, ধ্রুবহরি মন্ডলকে গাড়ির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে গ্রামবাসীরা। সন্ধ্যায় ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশ এসে বিদ্যুৎ দফতরের চার কর্মীকে উদ্ধার করে। চিনপাই গ্রাম সহ বীরভূম জেলার বিভিন্নপ্রান্ত একটু বৃষ্টি হতে না হতেই বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে। ফলে ক্ষোভে ফুঁসছে গোটা বীরভূম জেলা এইকথা বলাই যায়।

হুকিং আর অবহেলায় অন্ধকার রাজপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজপুর ও সোনারপুরে প্রত্যেকদিন আধ ঘন্টা বাদে বাদে লোডশেডিং বেড়েই চলেছে ক্রমাগত। রাজপুর বিদ্যুৎকেন্দ্র সূত্রে জানা যায় যে আজাদনগর ও পেটুয়ায় ব্যাপক ভাবে হুকিং চলছে। শুধু তাই নয় প্রচুর জায়গায় তার জোড়া দিয়ে কাজ চলছে। পোলগুলোর জাম্পার ঠিক নেই। প্রচুর ফিডার রক্ষণাবেক্ষণ হয় না, লোড ব্যালান্স মেন্টেন হয় না, বিদ্যুতের তারের উপর গাছ পড়ে লাইনগুলো অচল অবস্থায় আছে। ঠিক ভাবে গাছ কাটা হয় না। সমস্ত দিক থেকে কর্মীদের ঢিলেঢালা অবস্থার জন্য এই লোডশেডিং–এর ফল ভুগতে হচ্ছে সাধারণ গ্রাহকদের। অন্যদিকে গ্রাহকদের বক্তব্য–বাড়িতে বাড়িতে লাগানো হয়েছে নিম্ন মানের ডিজিটাল মিটার। কিছুদিন পরে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ভুরি ভুরি অভিযোগ জমা পড়ছে রাজপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রে। শুধু তাই নয় ডিজিটাল মিটারে গ্রাহকদের বিল লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। যা বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে বিল আসছে তার থেকে দ্বিগুণ। গত ১৫ সাল থেকে নতুন মিটার আসা বন্ধ হয়ে গেছে। রাজপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের এক কর্মী বলেন, দেড় হাজার মিটার বিকল হয়ে পড়ে আছে। এছাড়া নতুন মিটারের জন্য গ্রাহকরা দরখাস্ত করলে তাদেরকে মিটার দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। প্রতি মাসে সল্টলেক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ৩০০ করে মিটার আসার কথা। কিন্তু সব বন্ধ। এই পরিস্থিতিতে গ্রহকদের সমস্যা বেড়েই চলেছে। সব দিক থেকে ঢিলেঢালা অবস্থায় চলছে রাজপুর বিদ্যুৎকেন্দ্র ।

শিশুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি: বারুইপুর থানার শাখারীপুকুর এলাকায় গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় মিন্টু মুখোপাধ্যায় নামে চার বছরের এক শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ঢোলাহাট থানার লক্ষীবাসার গ্রামের বাসিন্দা মিন্টু কিছুদিন আগে বাবা মায়ের সঙ্গে বারুইপুরে মামার বাড়িতে বেড়াতে আসে। বিকেলে এলাকার ছেলেদের সঙ্গে মাঠে খেলতে গিয়েছিল। কয়েক ঘন্টা বাদে এলাকার কয়েকজন বাড়িতে খবর দেয় যে মিন্টুর শরীর খারাপ হয়েছে। খবর পাওয়া মাত্র বাবা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় গিয়ে দেখেন মিন্টু মাঠে শুয়ে আছে। বাবার ডাকে কোনো সাড়া দিচ্ছে না। তড়িঘড়ি করে বারুইপুর হাসপাতেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মিন্টুকে মৃত বলে ঘোষণা করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী মাঠের পাশে একটি গাছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছিলো মিন্টু। খুনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

যৌনপল্লির বিভীষিকা ভুলে যৌবনের জয়গান

নিজস্ব প্রতিনিধি, মথুরাপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর থানার পুলিশ আগ্রার যৌনপল্লি থেকে উদ্ধার করে আনল পাচার হয়ে যাওয়া ৬ জন মেয়েকে। গত মার্চ মাসে মথুরাপুরের নিশ্চিন্তপুরের এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী নিখোঁজ হয়ে যায়। সেই ছাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে মথুরাপুর থানার পুলিশ তদন্তে নামে। মাসখানেক আগে ওই ছাত্রী যৌনপল্লির এক খরিদ্দারের ফোন থেকে বাড়িতে ফোন করে। সেই ফোনের সূত্র ধরে মথুরাপুর থানার এএসআই প্রবীর বলের নেতৃত্বে ৫ পুলিশ ছাত্রীকে উদ্ধারের কাজে নামে। যে নম্বর থেকে ফোন করেছিল, সেই নম্বরটি ট্র্যাপ করতে থাকে পুলিশ। ছাত্রী মাকে বলেছিল, তাকে গাজিয়াবাদে আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ নম্বরটি ট্র্যাপ করে জানতে পারে, এই নম্বরটি আগ্রা এলাকার। গত ২৪ মে মথুরাপুর থানার পুলিশ আগ্রা পৌঁছয়। আগ্রার পুলিশ ও

দিল্লির কাশ্মীরিবাজার ও সেববাজার (অ্যাপল) এলাকায়। অভিযানের খবর পৌঁছে যায় যৌনপল্লির মালকিনদের কাছে। আটকে রাখা মেয়েদের লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে যৌনপল্লির মালকিনরা। কিন্তু পুলিশ ও শক্তিবাহিনী নাছোড় মনোভাব দেখাতে থাকে। যৌনপল্লির একের পর এক ঘরে অভিযান চালানো হয়। এর মধ্যে বাইরে তালা লাগানো একটি ঘর দেখে সন্দেহ হয় অভিযানকারীদের। সেই ঘরের তালা ভেঙে উদ্ধার হয় মথুরাপুরের ছাত্রী। ছাত্রীর সঙ্গে আরও ১৫ জন মেয়ে ছিলেন। প্রত্যেককে উদ্ধার করে শক্তিবাহিনী ও আগ্রার পুলিশ। এরমধ্যে পাওয়া যায় এ রাজ্যের ৬ জন মেয়েকে। স্থানীয় আদালতে পেশ করা হয় উদ্ধার হওয়া মেয়েদের। আগ্রার যৌনপল্লি থেকে এক মহিলা মালকিন সহ ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। আদালতের নির্দেশে প্রত্যেকেই এখন জেলবন্দি।

শনিবার সকালে এ রাজ্যের উদ্ধার ৬ মেয়েকে মথুরাপুর নিয়ে আসা হয়। উদ্ধার মেয়েদের ৩ জন জয়নগর ও জীবনতলা, মথুরাপুর, ঢোলাহাটের বাসিন্দা ১ জন করে মেয়ে আছে। এদের মধ্যে ৪ জন নাবালিকা ও ২ জন স্বামী পরিত্যক্তা যুবতী আছেন। প্রত্যেককে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। উদ্ধার হওয়া ছাত্রী এদিন বলে, 'ফোনে মিস কলে আলাপ হয়েছিল এক যুবকের সঙ্গে। একদিন দেখা করার জন্য ডাকে ওই যুবক। সেদিন আমাকে কিছু খাইয়ে দিয়ে পাচার করে দেয়। গাজিয়াবাদ, ফরিদাবাদ, আগ্রাতে আমাদের রাখা হয়েছিল। লাগাতার যৌন নির্যাতন চালানো হত। একসময় বাঁচতে সিরিয়ালের মতো ফন্দি আঁটি। এক খরিদ্দারের ফোন থেকে বাড়িতে ফোন করি। পরে ওখানে প্রচুর বাঙালি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। আমি চাই অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।'

মথুরাপুরের একটি গার্লস স্কুলে পড়ত ওই ছাত্রী। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই পাচার হয়ে যায়। আবার স্কুলে যেতে চায় সে। মন্দিরবাজারের ডিএসপি দূর্বার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এটা জেলা পুলিশের একটা সাফল্য। আগামী দিনে আগ্রায় গ্রেফতার হওয়া ১৩ জনকে ট্রানজিট রিমান্ডে এ রাজ্যে আনা হবে তদন্তের জন্য। সরকারি স্বয়ংসিদ্ধা প্রকল্পে পাচারের বিরুদ্ধে প্রচার বাড়ানো হবে।'

ভাঙা সেতু দিয়ে বিপদসঙ্কুল পারাপার বাসিন্দাদের

অরিন্দম রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গাইঘাটা স্বরূপনগরের প্রায় কয়েক হাজার মানুষের নিত্যকার পারাপার। ইছামতী নদীর উপরে লম্বা কাঠের সাঁকো। দুপাশে রেলিং দেওয়া। পাটাতনও কাঠের। এখন এলাকার মানুষের কাছে এই সাঁকো আতঙ্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। সাঁকোর পাটাতনের কাঠ ভেঙে গিয়েছে। কোথাও কাঠ সম্পূর্ণ উঠে গিয়ে নদীর জল দেখা যাচ্ছে। ভেঙে পড়েছে রেলিংয়ের একাংশও। স্থানীয় মানুষের পাকা সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। বছর কয়েক আগে তৃণমূল পরিচালিত উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের টাকায় বিদ্যাধরী ড্রেনেজ ডিভিশন এই কাঠের সাঁকো তৈরি করে। সামনেই বর্ষাকাল। তাই ভেঙে পড়া এই সেতু এখন নিত্য পারাপারকারী কয়েক হাজার মানুষের কাছে এখন আতঙ্কের বিষয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নারায়ণ গোস্বামী বলেন, 'বিদ্যাধরী ড্রেনেজ ডিভিশনকে বলা হয়েছে সাঁকো মেরামত করে দিতে।' তিনি আরও বলেন, 'স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে রাজ্য সরকার একটি পাকা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিন লেনের একটি পাকা সেতুর জন্য ২০ কোটি টাকার অনুমোদন মিলেছে। সেতু তৈরির জন্য কিছু জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। সেজন্য পূর্ত দফতর জেলা পরিষদকে এক কোটি বাইশ লক্ষ টাকা দিয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু হবে।' বিদ্যাধরী ড্রেনেজ ডিভিশনের নির্বাহী বাস্তকার সোমেন মিশ্র বলেন, 'কাঠের সাঁকোটি দ্রুত মেরামত করে দেওয়া হবে।' সাঁকোর এক পাড়ে গাইঘাটার গোপালপুর। অন্য পাড়ে স্বরূপনগরের

তরণীপুর। বেহাল সাঁকো দিয়ে মানুষ হেঁটে, বাইকে, ছোট গাড়ি করে যাতায়াত করেন। চাষিরা ভ্যান, ইঞ্জিন ভ্যানে আনাজ নিয়ে হাটে–বাজারে যান। ছোট গাড়ি করে ক্ষুদে পড়ুয়ার দল স্কুলে যায়। পাঁচপোতার বাসিন্দা অরূপ বিশ্বাস বলেন, 'ইছামতীর দুপাড়ের মানুষের কাছে সাঁকোটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এমন দশা হয়েছে, যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে।' তবে ছোটখাটো দুর্ঘটনা প্রায়শই ঘটছে। পাঁচপোতা এলাকার বাসিন্দা পূজা বিশ্বাস স্বরূপনগরের একটি প্রাথমিক স্কুলে চাকরি করেন। তিনি রোজ স্কুটি নিয়ে সাঁকো পেরিয়ে স্কুলে যান। সম্প্রতি সেতু দিয়ে যাওয়ার সময় পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছেন। ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে যেতে ভয় পান অভিভাবকরা। সামনেই বর্ষাকাল। তাই এখন থেকেই প্রমাদ গুণছেন স্থানীয় মানুষ। তারা পাকা সেতু নির্মাণের অপেক্ষায় হাপিত্যেশ তাকিয়ে আছেন।

চরম বিভ্রান্তির শিকার খেয়াদহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুর মহকুমার খেয়াদহ মৌজায় জলাভূমি থাকবে না নগরায়ন হবে তা নিয়ে সম্প্রতি টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। কয়েকদিন আগে হাইকোর্টের নির্দেশে জলাভূমি ভরাট করে প্রকল্পের পাঁচিল ভেঙে ফেলা হয়। মুখ্যমন্ত্রীও দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রশাসনিক বৈঠকে খেয়াদায় কোনও প্রকল্প রূপায়ণে না করে দিয়েছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে খেয়াদহ মৎস্যচাষে উৎসাহ দিতে মৎস্যজীবী গোষ্ঠীকে বিপুল টাকার সরঞ্জাম সরবরাহ করুন মৎস্য দফতর। খেয়াদহ পঞ্চায়েতের কর্মাধ্যক্ষ শশধর হালদার জানান দীপক দলুই, রানা ভুতিয়া ও অনিল মন্ডল ফিল্ম প্রোডাকশন গ্রুপকে মোট ৩৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার মৎস্যবীজ ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে মৎস্য চাষে উৎসাহ দিতে। খেয়াদহের আর্থ সামাজিক পর্যালোচনা করে এসে আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছেন নগরায়নের ছোঁয়ায় বদলে যাওয়া সোনারপুরের পাশে বাইপাসের ধারে বিস্তীর্ণ জলাভূমি অধ্যুষিত খেয়াদহ প্রদীপের নিচে অন্ধকার। রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুতের অভাবে খেয়াদহের জনজীবন সমস্যায় জর্জরিত। জলাভূমি থাকলেও মৎস্যচাষে উৎসাহ হারিয়েছেন খেয়াদহের মানুষ। তারা চান নগরায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান। অথচ জলাভূমি ভরাটে রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। দুয়ের টানাপোড়েনে খেয়াদহের জীবনযাত্রা চরম বিভ্রান্তির শিকার।

দাঁড়ায় না বাস যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে

পার্থ ঘোষ, বারাসত : এ যেন নিয়ম না মানা, আইন না মানার প্রতিযোগিতা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একই ছবির পুনরাবৃত্তি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্যস্ততম এলাকার মধ্যে বারাসত শহরের চাঁপাডালি মোড়, কলোনি মোড়, মধ্যমগ্রাম চৌমাথা, নিউব্যারাকপুর, দোলতলা মোড় সর্বত্র চোখে পড়বে যাত্রী প্রতীক্ষালয়। কিন্তু তা নামেই, কোথাও কোনও প্রকার বাস দাঁড়ায় না। যাত্রী নামানো বা ওঠাও করে না। এই সব যাত্রী প্রতীক্ষালয়গুলি কখনো দেখা যায় একদমই ফাঁকা। কখনো সেগুলি সাধারণ বিশ্রামাগার, আবার কখনো সেই স্থান দখল করে নেয় অন্যান্য চার চাকা গাড়ির বেআইনি পার্কিং। ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের পর জাতীয় সড়ক বা অন্যান্য রাজ্য সড়কের ওপর প্রায়শই দেখা গিয়েছে এলাকার বিধায়কদের অর্থানুকূল্যে বা পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় গড়ে ওঠা যাত্রী প্রতীক্ষালয়। কিন্তু অদ্ভুতভাবে জেলার এই ব্যস্ততম এলাকার যাত্রী প্রতীক্ষালয়গুলিতে থাকে না যাত্রী, না দাঁড়ায় বাস। সর্বত্রই নিয়মের তোয়াক্কা না করে বাসগুলিকে দাঁড় করানো হয় খানিক আগে বা পরে। হরিণঘাটা ফার্মে কর্মরত বিশ্বজিত বিশ্বাসের কথায় ''কোন বাসই নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়ায় না, বয়স্ক মানুষদের একপ্রকার ঠেলাগুতো খেয়েই বাসে নামা ওঠা করতে হয়।'' এ চিত্র সর্বত্র, মধ্যমগ্রাম, প্রতীক্ষালয়টি শুধুমাত্র শুনসানই নয়, সেটি এখন প্রাইভেট গাড়ির পার্কিং জোন। স্কুল শিক্ষিকা জয়তী চক্রবর্তী বলেন, 'মধ্যমগ্রামে যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে বাস দাঁড়ায় না তাই অটোতেই যাতায়াত করেন।' এ দৃশ্য দোলতলা, নিউব্যারাকপুর সব কটি প্রতীক্ষালয়তে। বারাসতের তৃণমূল নেতা তথা পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলেও পুরো দায় ট্রাফিক ব্যবস্থা ও কিছু প্রকার বাসচালকদের গা জোয়ারিকে দায়ী করেছেন। প্রচন্ড গরমে যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম বিশেষত বয়স্ক পথচারীদের ক্ষেত্রে তা অনেকটাই আশার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু জেলার এই যাত্রী প্রতীক্ষালয়গুলি শুধুমাত্র এখন নামেই জানান দেয় তিষ্ঠ ক্ষণকাল।

মহানগরে

নীল কেরোসিনে আধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : রান্নার গ্যাস, রাসায়নিক সারের পর এবার নীল কেরোসিনে ভর্তুকির ক্ষেত্রেও 'আধার নম্বর' বাধ্যতামূলক করল কেন্দ্রীয় সরকার। যাঁরা ভর্তুকিযুক্ত দরে নীল কেরোসিন কেনেন তাঁদের ভর্তুকি যুক্ত দরে নীল কেরোসিন পেতে 'আধার নম্বর' থাকার প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে অথবা আধার পঞ্জিকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজ নাম আধার নথিভুক্ত করতে হবে। নীল কেরোসিনে ভর্তুকির সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে আধার নম্বর দাখিল বা নথিভুক্তিকরণের সময়সীমা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধার্য হয়েছে। এ সম্পর্কিত এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে নীল কেরোসিনে ভর্তুকির সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিবার বা ব্যক্তির রেশন কার্ড এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার নম্বর যোগ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। রান্নার গ্যাসের মতো নীল কেরোসিনে ভর্তুকির সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে আধার নম্বর দাখিল বা নথিভুক্তিকরণের সময়সীমা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধার্য হয়েছে। এ সম্পর্কিত এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে নীল কেরোসিনে ভর্তুকির সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিবার বা ব্যক্তির রেশন কার্ড এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার নম্বর যোগ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। রান্নার গ্যাসের মতো নীল কেরোসিনে ভর্তুকির টাকা সরাসরি গ্রাহকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে যাবে।

সুনীল কৃষ্ণ গুপ্তর প্রয়াণ দিবসে তাঁর স্মরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল স্মারক বক্তৃতার মাধ্যমে জয়শ্রী পত্রিকার পরিচালনায় ৮ জুন ভারত সভা হলে। স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন ডাঃ মধুসূদন পাল। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন নন্দলাল চক্রবর্তী, সুকান্ত বিশ্বাস, রুদ্রজ্যোতি ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজয় নাগ, সুরজিৎ দাশগুপ্ত সহ অন্যান্যরা।

৭৬–তম বর্ষের আলিপুর তরুণ দলের বাৎসরিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল চেতলা অহীন্দ্র মঞ্চে। বেশ কিছু সেলাই মেশিন তুলে দেওয়া হয় মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য। উপস্থিত ছিলেন ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা দেবলীনা বিশ্বাস এছাড়াও ছিলেন আমেরিকান কনস্যুলেটের জেনারেল কারিগ হল, আর এন ঝুনঝুনওয়ালা, জয়চন্দ্র মেহেতা, নিরঞ্জন টোডি, সঞ্জীব বোস, এস কে ঘোষ। এছাড়াও শেষে ছিল তৃষা পাড়ুইয়ের গানের অনুষ্ঠান।

ডিজিটাল রেশন কার্ড বিলিবন্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কলকাতাবাসীর একটা বড়ো অংশের মানুষ 'ডিজিটাল রেশন কার্ড' পেলো কিন্তু আরেকটা বড়ো অংশের মানুষ তা পেল না। ফলে তাদের মধ্যে একসঙ্গে বিস্ময় ও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। এখন ওই কার্ড পাওয়ার দিনক্ষণ জানানোয় ওই শ্রেণির শহরবাসী আশ্বস্ত হল। প্রথম পর্বে কলকাতা পুর অঞ্চলের ১৪ লক্ষ বাসিন্দাকে ডিজিটাল রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় দফায় আরও সাড়ে ন'লক্ষ বাসিন্দাকে ডিজিটাল রেশন কার্ড দেওয়া গত এক জুন থেকে শুরু হয়েছে। মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় জানান, কলকাতার

১–১৪৪ প্রতিটি ওয়ার্ডেই এ বিশেষ ধরনের রেশন কার্ড বিলিবন্টন করা হবে। ১৬টি বরোর অধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষাদের এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে। সঙ্গে থাকবেন খাদ্য দফতরে প্রতিনিধিরাও। কোথাও দু–তিনটি ওয়ার্ডের, কোথাও বা আরও বেশি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের জন্য একটি করে বিলি বন্টন কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত যেসব বাসিন্দা এই কার্ড পাবেন, তাঁদের বাড়িতে আগেই একটি কুপন দিয়ে আসা হবে। ওই নির্দিষ্ট বিলিবন্টন কেন্দ্রে এই কুপনগুলি দেখানে ডিজিটাল রেশন কার্ড দেওয়া হবে। চলতি একমাস ধরে দ্বিতীয় পর্বটি চলবে।

সেরা বাংলা সম্মান ২০১৭

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : পুলিশ ও সাংবাদিকদের মধ্যে খবররাখবর আদানপ্রদানের স্বার্থে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে বেহালাস্থিত সাংবাদিক সংগঠন 'বেঙ্গল রিপোর্টার গিল্ডে'র তরফে 'সেরা বাংলা সম্মান ২০১৭' আয়োজিত হয়। গত ৪ জুন কলকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের 'প্রার্থনা' সভাগৃহে এই সংবর্ধনা সভায় স্থানীয় পুলিশ স্টেশনগুলির উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও স্থানীয় সর্বস্তরের সংবাদদাতাদের নানান আকারের ওই গিল্ডের সুদৃশ্য স্মারক, শংসাপত্র ও মিষ্টি দিয়ে স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সম্মাননা জানানো হয়। বাংলার সাহিত্য, লেখনী, সংবাদপত্র, সমাজের নিরাপত্তা রক্ষক ও সমাজ দর্পণের আঙিনায় এইসব ব্যক্তিদের কীর্তি অবিস্মরণীয়। এনাদের নিরলস, প্রচেষ্টা, সাধনা, একাগ্রতা, শুদ্ধতা আমাদের মানস জগতকে আলোকিত করেছে। এনাদের সৃষ্টি, কীর্তি, অবদান, মৌলিক ভাবনা সমাজের মানুষ চিরকাল স্মরণে রাখবে। সংবর্ধিতদের মধ্যে ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার প্রখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক রতন চক্রবর্তী, ৩৬৫ দিন পত্রিকার তরুণ রাজনৈতিক সাংবাদিক অমিত রায় সহ ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ দফতরের কর্মাধ্যক্ষ ডা. তরুণ রায়। এই জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি শক্তিপদ মন্ডল। সাংবাদিক নীহারিকা মুখোপাধ্যায়, মুন সাহা প্রমুখ। শক্তিবাবু সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, সাংবাদিকদের নেগেটিভ ও পজিটিভ দু'টি বিষয়কে ব্যালেন্স করে চলা উচিত আর গঠনমূলক সমালোচনার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আসলে, সাংবাদিকতা হল একটি 'অ্যাডভেঞ্চার'। তাই তাকে মনে প্রাণে উপভোগ করা উচিত সাংবাদিকদের।

'অথেনটিসিটি' নামে একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে শিশুর সেবায় আইসিসিআর–এ ২ থেকে ৬ জুন। শিশুর সেবায় আত্মপ্রকাশ করে বিশেষ শিশু এবং অনাথ শিশুদের মূল স্রোতে নিয়ে আসার জন্য। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তাদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে তোলাই লক্ষ্য। ২ জুন এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ শশী পাঁজা। পূজা কুমারী তার অনবদ্য আকাঁর প্রদর্শনী করেন এই দিন। এছাড়াও ছিল অন্যান্যদের আঁকা ছবিও। শিশুর সেবার প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ মাইকেল হ্যারিসন হলেন একজন আমেরিকান ডাক্তার এছাড়াও একাধারে লেখক তিনি বলেন এই সব মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করতেই তাঁর এই সংগঠনের আত্মপ্রকাশ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ১০ জুন – ১৬ জুন, ২০১৭

শুধু ক্যাবিনেট নয়, স্থায়ী সমাধান জরুরি

দার্জিলিং নিয়ে রাজ্য সরকার ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার 'তু–তু–মে–মে' কিছুতেই আর শেষ হচ্ছে না। একদিকে প্রথমবারের জন্য কলকাতার বাইরে পাহাড়ে রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠক হচ্ছে। অন্যদিকে মন্ত্রীদের আটকাতে ও শাসক দলকে হেনস্থা করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখছেন না বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বাধীন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সাঙ্গপাঙ্গরা। ফলে বরফে জমজমাট, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল দার্জিলিং নয়, তপ্ত পাহাড়ি পরিবেশ মালুম পেতে হচ্ছে। একটা কথা স্বীকার না করলেই নয়, ক্ষমতায় আসার পর থেকে দার্জিলিংয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন সরকার। সেতু ভেঙে মানুষ আহত হলে যেমন মুখ্যমন্ত্রী ছুটে গিয়েছেন পাহাড়ে তেমনই নেতাজি জন্মজয়ন্তীর মতো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অনুষ্ঠানও পালন করা হয়েছে হিমশীতল দার্জিলিংয়ের কেন্দ্রস্থল ম্যালে। এছাড়াও বছরে নানাসময় পাহাড়ে হাজির হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাঠিয়েছেন তাঁর একান্ত বিশ্বাসভাজন তথা দার্জিলিং জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে থেকেই তিনি যে ভ্রমণবিলাসী একথা বেশ ভালোই জানেন তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করা সাংবাদিক বা অন্যান্য ব্যক্তিরা। এই যে বারংবার তিনি পাহাড়ে ছুটে যান এতে যেমন তাঁর ভ্রমণপিপাসা মেটে তেমনই সেখানকার মানুষের সঙ্গে নীবিড় সম্পর্কও গড়ে ওঠে। প্রতিদানে পাহাড়ও তাকে কম কিছু দেয়নি। অশান্ত পাহাড়কে শান্ত করার প্রতিশ্রুতি অনেকাংশে সফলও হয়েছে। সেখানকার প্রধান অর্থনৈতিক উৎস ট্যুরিজম ব্যবসাও চুটিয়ে চালু হয়েছে দীর্ঘ বিরতির পর। সম্প্রতি পাহাড়ের পুরভোটে মিরিকের মতো পুরসভা ঘাসফুলের কবজায় এসেছে মুখ্যমন্ত্রীর এই ব্যক্তিগত যোগাযোগের ওপর ভিত্তি করেই। কিন্তু পাহাড়কে পুরোপুরি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির হাত থেকে মুক্ত করতে পারেন নি রাজ্যের এই পরিবর্তনের কাণ্ডারী। তাই আপাত শান্ত হয়েও পাহাড়ে আগ্নেয়গিরির মতো ধিকি ধিকি জ্বলছে বিদ্বেষের আগুন। না এই আগুন অন্য কেউ লাগায়নি। লেপচাদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কৌশলী রাজনীতি যেমন পাহাড়ের পক্ষে একটা বড় সেটব্যাক, ঠিক তেমনই বিমল গুরুং, রোশন গিরিদের হঠাৎ হঠাৎ করে গোর্খাল্যান্ডের দাবি কিছুতেই অপার শান্তি আনতে দিচ্ছে না পাহাড়ে। মোর্চার সহযোগী বিজেপি যে গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের বিরোধী তা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাও মাঝেমধ্যেই গোর্খাল্যান্ডের হিড়িক তুলে গণ্ডগোল পাকাচ্ছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। এর সমাধানে সরকার যে বিভাজনের পথ নিচ্ছে তাও স্বস্তি আনতে দিচ্ছে না পাহাড়ে। ফলে উত্তরোত্তর ঝামেলা বেড়েই চলেছে। বাইরের শান্তি দেখে তাই পাহাড়কে মাপতে যাওয়া ভুল। কখন ফের আন্দোলনের পারদ তুঙ্গে ওঠে তা বলা যায় না। ফলে সবপক্ষ বসে একটা মিটমাটের রাস্তায় যাওয়াই শ্রেয়। মুশকিল হল যুযুধান দুই প্রতিপক্ষকে বোঝাবেটা কে?

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কিন্তু অবস্থাবিশেষে অন্যায়ের প্রতিরোধ করাই মানুষের কর্তব্য হইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে তোমরা অনেকে ভগবদ্‌গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিয়া হয়তো আশ্চর্য হইয়াছ, বিপক্ষগণ আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব বলিয়া এবং অহিংসাই পরম ধর্ম এই অজুহাতে অর্জুন যখন যুদ্ধ করিতে প্রতিরোধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাকে কাপুরুষ ও কপট বলিয়াছেন। এটি একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় যে, সকল ব্যাপারেই চরম বিপরীত প্রান্ত দুইটি দেখিতে একই প্রকার। চূড়ান্ত 'অস্তি' ও চূড়ান্ত 'নাস্তি' সকল সময়েই সদৃশ। আলোক কম্পন যখন অতি মৃদু, তখন উহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, অতি দ্রুত কম্পনও আমরা দেখিতে পাই না। শব্দ সম্বন্ধেও ঐরূপ, অতি নিম্নগ্রামের শব্দ শোনা যায় না, অতি উচ্চগ্রামের শব্দও শোনা যায় না। প্রতিকার ও অপ্রতিকারের প্রভেদও এইরূপ। একজন কোন অন্যায়ের প্রতিকার করে না, কারণ সে দুর্বল অলস ও প্রতিকারে অক্ষম, প্রতিকারের ইচ্ছা নাই বলিয়া প্রতিবাদ করে না, তাহা নয়। আর একজন জানে, ইচ্ছা করিলে সে দুর্নিবার আঘাত হানিতে পারে,তথাপি সে শুধু যে আঘাত করে না তাহা নয়, বরং শত্রুকে আশীর্বাদ করে।

যে ব্যক্তি দুর্বলতাবশতঃ প্রতিকার করে না, সে পাপ করিতেছে, সুতরাং এই অপ্রতিকার হইতে সে কোন সুফল অর্জন করিতে পারে না। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তি যদি প্রতিকার করে, তবে পাপ করিবে। বৃদ্ধ নিজ সিংহাসন ও রাজপদ ত্যাগ করিলেন ইহা প্রকৃত ত্যাগ বটে, কিন্তু যাহার ত্যাগ করিবার কিছুই নাই এমন ভিক্ষুকের পক্ষে ত্যাগের কোন কথাই উঠিতে পারে না। অতএব এই অপ্রতিকার ও আদর্শ প্রেমের কথা বলিবার সময় আমরা প্রকৃতপক্ষে কি বুঝিতেছি, সেইদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।আগে সযত্নে বুঝিতে হইবে, প্রতিকার করিবার শক্তি আমাদের আছে কিনা।

ফেসবুক বার্তা

যারা হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতি মেলবন্ধনের বিরোধী তারা নজরুলকে ভোলাতে চায়

নির্মল গোস্বামী

'বলরে জবা বল, কোন সাধনায় পেলি রে তুই শ্যামা মায়ের চরণতল', 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন'— এই দুটি শ্যামাসঙ্গীত আজও বাজে পুজো বাড়িতে। শুনে শুনে আমাদের কান পচে গিয়েছে, কিন্তু কিছু সঙ্গীত জগতের মানুষজন ছাড়া অধিকাংশ মানুষ জানেই না কার লেখা? অনেকেই ভাবে রামপ্রসাদী গান। তেমনি 'ওর নীল যমুনার জল/বল রে মোরে বল/কোথায় ঘনশ্যাম।' 'খেলিছ এ বিশ্ব ল'য়ে বিরাট শিশু আনমনে'— এই গান দুটি যে একজন মুসলমান কবির লেখা তা মানতে বড়ই কষ্ট হয়। বিশেষ করে আজকের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় অলীক স্বপ্ন। উদাহরণ হিসাবে বলি যে, ''রামঠাকুরে''র শতবর্ষ স্মরণে একটি স্মারক বই বের হয়। তাতে দেখলাম একজন ''খেলিছ এ বিশ্ব ল'য়ে''— গানটিকে রবীন্দ্রনাথের বলে উল্লেখ করেছে। তথ্যগত ভুল লেখায় হতেই পারে কিন্তু এ ক্ষেত্রে তথ্য না জানার থেকে সাম্বব্যতা জ্ঞান বেশি কাজ করেছে ভাবখানা এই যে এই গান রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই লেখা সম্ভব। আমাদের ধারণার বাইরে যখন কোন কিছু ঘটতে দেখি তখনই বিস্মিত হই। অবাক হয়ে চেয়ে থাকি, কবি নজরুলের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরাও অবাক হয়ে যাই প্রতি পদে পদে। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও বৈচিত্র্যময় জীবন পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় রহিত। তিনি নিজেই নিজের মূল্যায়ণ করেই বোধ হয় লিখেছেন ''মম এক হাতে বাঁশ বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য্য।'' সমাজের অন্যায় অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, ব্রিটিশদের অত্যাচার। নেতাদের ভন্ডামি, ধর্মের নামে, জাতের নামে বজ্জাতি'র বিরুদ্ধে যখন কলম ধরেছেন তখন 'কলম' তলোয়ারের মতো কাজ করেছে। আবার প্রেম,ভক্তি, প্রার্থনা, অর্চনা, এই সব ভাবের অভিব্যক্তি যখন ঘটেছে তখন কলম যেন বাঁশীর মতো মোহিনী সুরের যাদুতে আমাদের মোহিত করেছে।

কবি নজরুলের অবস্থানটা ঠিক কি তা নিরূপণ করতে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে স্বাভাবিক কারণে মতভেদ হয়ে যায়। তিনি বিদ্রোহী কবি না সর্বহারা সাম্যবাদী কবি, না শ্যামাসঙ্গীত সাধক, না বৈষ্ণব ভক্ত কবি কোন পরিচয়টা তাঁর প্রধান হবে তা নির্ধারণ করতে ভ্রম হবারই কথা। কবির সংবেদনশীল মন ও কোমল হৃদয়ে যদি যুগের ঘটনাবলীর ছাপ না পড়ে তবে তিনি অসম্পূর্ণ কবি। যুগকে বাদ দিয়ে যুগোতীর্ণ হওয়ার কথা যারা ভাবেন তারা ভুল ভাবেন। তাঁর সময়ে অনেকেই সমালোচনা করেছেন যে নজরুল হুজুগের কবি। চিরন্তন কাব্য তাঁর লেখনি দিয়ে বার হয়নি। কবি নিজেই তার উত্তরে বলেছেন 'পরোয়া করিনা বাঁচি না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে'। তাঁর সময় হল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভরা জোয়ার জাতীয় স্তরে আবার আন্তর্জাতিক স্তরে সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছে কিছু দেশে—বাকি দেশে দেশে সর্বহারা সাম্যবাদী আন্দোলন দানা

বাঁধতে শুরু করেছে— ভারতের মেহনতি শ্রমিক কৃষক শোষণ মুক্তির স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

এই বাস্তব রাজনৈতিক সাংস্কৃতিকে অন্তর থেকে স্বাগত জানিয়েছিলেন বিদেশি শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করার সাহস ছিল বলেই। তাই যুগের দাবি যা হুজুগ মনে হতে পারে অনেকের কাছে তাকে কাব্যে স্থান দিয়ে কবি প্রতিভার প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করেনি উল্টে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন, যুগের প্রতিচ্ছবিতে তিনি স্পষ্টবক্তা, কোনও অন্যাকারীকেই তিনি ছাড় দেননি। সমাজের জ্বলন্ত সমস্যার হুবহু প্রতিছবি তিনি তার কবিতায় তুলে ধরেছেন। নিজে কেঁদেছেন মানুষকে কাঁদিয়েছেন। এইখানেই তাঁর বড় সার্থকতা। তিনি নিজে ধর্মীয় গোঁড়ামির উর্দ্ধে ছিলেন তাই সেই সত্যের প্রচার করেছেন গানে কবিতায় প্রবন্ধে। এইখানেই গোঁড়াবাদীদের আপত্তি। কাজি নজরুল প্রাচীন ভারতের শাশ্বত মর্মবাণীকে শুধু বুঝেছিলেন তাই নয়। তিনি উপলব্ধির স্তরে চলে গিয়েছিলেন। তাই তো তাঁর শ্যামাসঙ্গীত, কৃষ্ণ ভক্তিগীতি তাঁর লেখনী থেকে বের হয়েছিল। তিনি ভারতীয় মুসলিমের প্রকৃত উদাহরণ। ভারতীয় সংস্কৃতিতে আত্মস্থ করেও মুসলিম থাকা যা। হিন্দু মুসলিম মিলিত সংস্কৃতি কেমন হতে পারে তার রূপরেখা তিনি অঙ্কন করেছেন।

এদেশের মুসলিম সমাজ বিশেষ করে বাংলার মুসলিমরা তাঁকে কাফের বলে দূরে ঠেলে দিল। মৌলবাদীরা যারা হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির মিলন হবে না এটা চল প্রাক স্বাধীনতা যুগের চিত্র। আর স্বাধীনতার পরে কংগ্রেস শাসনেও এই ফাটলকে মেরামত করার চেষ্টা হয়নি। ফাটল থাকুক তবে আলাদা ভোট ব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। পরবর্তীকালে যত সংখ্যায় মুসলিম বেড়েছে যত বিজেপি বা আরএসএস এর প্রভাব বেড়েছে— হিন্দু মুসলমানের ফাটত তত চওড়া হতে সাহায্য করেছে বিজেপি ছাড়া সব রাজনৈতিক দল। তাদের জন্য আলাদা আইন আলাদা সুযোগ ইত্যাদি দিয়ে দিয়ে তাদের ভারতীয় হয়ে ওঠার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে।

এই বাস্তব পরিস্থিতি নজরুল তো ব্রাত্য হবেই। আর হয়েছেন তাই। আমরা যদি এই সত্যকে মানি যে যে কোনও আদর্শ বা ভাব সমাজের প্রয়োজনে সমাজের মধ্যে থেকেই উদ্ভব হয়। তাহলে নজরুল ভাবধারা বা আদর্শ সমাজের প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি হিন্দু মুসলমানের মিলন ঘটাতে চান নি। তিনি শুধু একজনের হাতের লাঠি আর একজনের জামার আস্তিনে লুকানো ছোরা ফেলে দিয়ে উভয়কে করমর্দন করাতে চেয়েছিলেন। এটার প্রয়োজন যেমন সেদিনও ছিল আজও তেমনি আছে। কিন্তু ভোটের রাজনীতিতে তা হওয়ার নয়। ফলে এতো বড় মহাপ্রাণ মানুষের এতো ব্যথার ফসল সুর–গান–কবিতার সব আবেদন যেন ফুরিয়ে গেল। বাঙালি হিন্দুরা তবুও কবিকে ঠাকুর কবির সঙ্গে একাসনে সংস্কৃতিমঞ্চে স্থান দেয়। কিন্তু এই বঙ্গের মুসলমানরা ভুলেও কবির নাম নেয় না। কবির প্রতিভা যতই থাকুক তিনি, হিন্দু ঘেঁষা, হিন্দু দেবদেবীর নাম মুখে নেয় ফলে ও কাঁফের।

বাংলার কাব্যাকাশে তিনি ধূমকেতুর মতো নিজের দেহ পুড়িয়ে আলোকিত করেছেন কাব্য ও সঙ্গীত জগতকে। তিনি প্রকৃত পক্ষে সুরের সাধক। আর সুর হল ব্রহ্ম। শত ব্যস্ততার মধ্যে কখন যেন তিনি ব্রহ্মময়ীর ডাক অন্তরে অনুভব করেছিলেন। তাই সাধন পথে তিনি পা বাড়িয়ে ছিলেন সবার অলক্ষে। এক তন্ত্রধারী কালী সাধকের কাছে তাঁর আনাগোনা বাড়ল। তারপর একদিন যিকগনি সকল আলোর উৎস সেই পরমজ্যোতি তিনি দর্শন করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে 'বোল' (বাক্‌শক্তি) হারিয়ে ফেললেন। উপযুক্ত সাধনে শরীর মন সংশোধিত না করে কেউ যদি শক্তি দর্শন করে তবে তার বাক হারিয়ে যায়। সাধকরা এমনটাই বলেন। আমাদের কবির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। আমাদের মরমে স্থান না পেলেও তিনি 'পরমে' চিরশান্তি লাভ করেছেন।

অ্যালোপ্যাথির তুলনায় হোমিওপ্যাথি অনেক বেশি খরচ সাশ্রয়ী : রাষ্ট্রপতি

পিআইবি : গত ১৯ মে কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে ষষ্ঠ–ডঃ মালতী–অ্যালেন নোবেল পুরস্কার প্রদান করেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় । অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সহ নানা দেশের বিভিন্ন হোমিওপ্যাথি কলেজের ১৬ জন বি.এইচ.এম.এস.–এর শীর্ষ স্থানাধিকারীকে ডঃ মালতী অ্যালেন নোবেল পুরস্কার সম্মানিত করার পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি মুখোপাধ্যায় সর্বকনিষ্ঠ এম.আর.সি.পি. কনসালটেন্ট ইন্টারমিটস, গিনেজ বিশ্ব রেকর্ডধারী ও সুইডেনে নোবেল ফাউন্ডেশন মেডিসিন/সাইকোলজি সংক্রান্ত উপ–কমিটির সদস্য ডঃ শুভেন্দু ভট্টাচার্যকে ডঃ সরকার অ্যালেন স্বামীজি জীবনকৃতি পুরস্কার প্রদান করেন। গত ২৭–মে আরও ৮৬ জন প্রতিশ্রুতিমান হোমিওপ্যাথকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

পুরস্কার প্রদান করে রাষ্ট্রপতি হোমিওপ্যাথি শিক্ষা এবং বিভিন্ন ধরণের দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসায় এক কার্যকর বিকল্প ওষুধ হিসেব হোমিওপ্যাথি চিকিসা পদ্ধতির প্রসারে ডঃ জি.পি.সরকার ম্যানেজিং ট্রাস্টি, ডঃ মালতী অ্যালেন চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এবং ডঃ সরকার অ্যালেন মহাত্মা হ্যানিম্যান এবং স্বামীজি ট্রাস্টের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, আধুনিক অ্যালোপ্যাথি চিকিসা পদ্ধতির তুলনায় হোমিওপ্যাথি অনেক বেশি খরচ সাশ্রয়ী এবং এই চিকিসার কোনও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।

রাষ্ট্রপতি এই প্রসঙ্গে রোমানিয়ান হোমিওপ্যাথি চিকিসক ডঃ জন মার্টিন হোনিগ বার্গার–এর কথা স্মরণ করে জানান, রোমানিয়ন এই চিকিৎসক পাঞ্জাবের মহারাজা রঞ্জিত সিং–কে সুস্থ করে তুলেছিলেন। এজন্য তিনি ১৮২৯–৩০ সালে লাহোরে আসেন।

পশ্চিমবঙ্গে এক বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে হোমিওপ্যাথির প্রসারে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সাংসদ ডঃ সতীশ কুমার সামন্তের অবদানের কথা–ও রাষ্ট্রপতি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রপতি জানান, ইউনানি ও সিদ্ধা চিকিৎসা পদ্ধতির পাশাপাশি দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসায় এক বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে রাষ্ট্রপতি ভবনেও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পরিষেবা চালু করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ডঃ অলোক কুমার দাস, গোবিন্দ সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট বিল কী?

বরুণ মন্ডল, কলকাতা : বিবিধ কারণে সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় প্রচন্ড চাপ বেড়ে যাওয়ায় অনেকেই অপেক্ষার সময় না থাকায় বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার দ্বারস্থ হতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলিতে যাওয়া সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। অভিজ্ঞতা? টেস্ট না করেই। টেস্ট করা হবে এই শর্তে আগেই বিল পেমেন্ট করুন। অথচ পরে সেই টেস্ট হলই না। বিল পেমেন্ট হয়ে গিয়েছে। তা পরে অ্যাডজাস্টও হল না। অপ্রয়োজনীয় টেস্ট? টেস্টের ব্যবস্থাপনা নেই। অথচ টেস্ট হয়ে গিয়েছে। বিল পেমেন্ট করুন। তাই রাজ্যের রোগী এবং রোগীর আত্মীয়স্বজনদের স্বার্থে বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে গত মার্চের শুরুতেই 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্টস (রেজিস্ট্রেশন, রেগুলেশন অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি) বিল ২০১৭ নামক একটি নয়া বিল আনেন। এই নয়া বিলে বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যে রেগুলেটরি কমিশনে অভিযোগ জানানো যাবে। তার ঠিকানা 'পশ্চিমবঙ্গ ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশন' ৩২, বিবাদী বাগ, স্ট্যান্ডার্ড ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ডালহৌসি টেলিফোন ভবনের বিপরীতে, কলকাতা–১, ওয়েবসাইট : www.wbcerc.gov.in ফোন : (০৩৩)২২৬২৮৪৪৭, ছুটির দিন বাদে কমিশনের অফিস প্রতি সোম থেকে শুক্র সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত

খোলা থাকবে। অন–লাইনেও অভিযোগ জানানো যাবে। কমিশনের সদস্য সংখ্যা ১৩ জন। চেয়ারম্যান হলেন ক্যালকাটা হাইকোর্টের বিচারপতি অসীমকুমার রায়। ভাইস চেয়ারম্যান রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের প্রধান সচিব অনিল ভার্মা, এছাড়াও চিকিৎসকদের মধ্যে রয়েছেন সুকুমার মুখোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ ঢালি, অভিজিৎ চৌধুরী, মাখনলাল সাহা, মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, আইএএস সংঘমিত্রা ঘোষ, বিশ্বরঞ্জন শতপথী, আইপিএস অনুজ শর্মা, প্রবীন কুমার ত্রিপাঠি এবং মাধবী দাস। এবার দেখা যাক ওই বিলে কী লেখা আছে:

১. জরুরি ব্যবস্থায় রোগীকে বিনা চিকিৎসায় ফেরানো যাবে না।

২. রোগীর মৃত্যু হলে শবদেহ আটকে রাখা যাবে না।

৩. হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীর পরিবারের কাছ থেকে চিকিৎসা ব্যয় আদায়ের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

৪. সমস্ত চিকিৎসা কেন্দ্রেই নানাবিধ খরচের তালিকা প্রকাশ্যে টাঙানো থাকবে।

৫. চিকিৎসক ও সেবক–সেবিকাদের প্রয়োজনীয় উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা বাধ্যতামূলক।

৬. রোগীর ক্ষতি হলে, সেই গাফিলতিতে, হেলথ রেগুলেটরি কমিশনের নির্দেশ মতো ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ সর্বাধিক ছ'মাসের মধ্যে দিতে হবে।

৭. চিকিৎসকদের কনসালটেন্সি এই আইনের আওতার বাইরে থাকবে। তবে সেখানে স্পষ্ট লিখে দিতে হবে, ডক্টরস কনসালটেন্সি।

৮. পরিবারের অনুমতি ছাড়া ভেন্টিলেশনে দেওয়া যাবে না।

৯. সমস্ত বেসরকারি হাসপাতালে 'গ্রিভ্যান্স সেল' চালু করতে হবে।

১০. ই–প্রেসক্রিপশন এবং ই–রেকর্ডস চালু করতে হবে।

১১. রেকর্ড নষ্ট করলে জরিমানা।

১২. রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কোনও চিকিৎসা কেন্দ্র এই রাজ্যে চলবে না।

পাঠকের কলমে

উত্তর দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি

বেশ কিছুদিন আগে নামকরা এক বাংলা দৈনিকে প্রবীণ ও খ্যাতনামা সাংবাদিক পথিক গুহ তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক নয়। সবটাই বিশ্বাস। অর্থাৎ পথিকবাবুর মত অনুযায়ী ভারতবর্ষে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করান তারা সকলেই অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার শিকার। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবুরা ওষুধপত্র দিয়ে মানুষের বিশ্বাস নিয়ে ছেলেখেলা করছেন।

সত্যিই কি তাই? বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলছে। হোমিওপ্যাথিক কলেজে পড়ে ডিগ্রিধারী চিকিৎসকরা সরকারি স্বীকৃতি পাচ্ছেন। সরকার হোমিওপ্যাথিক কলেজের জন্য জনগণের পয়সা বরাদ্দ করছে। এমনকি হোমিওপ্যাথিক জুনিয়র ডাক্তারদের দিয়ে সরকারি হাসপাতালে অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদের পাশাপাশি ইন্টার্নশিপ করানো হচ্ছে। সম্প্রতি ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় এক অনুষ্ঠানে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পক্ষে সওয়াল করেছেন। পথিকবাবুর উল্টোপথে হেঁটে বলেছেন হোমিওপ্যাথিক একটি সাশ্রয়ী বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা যেমন মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেয় হোমিওপ্যাথিক তা করে না। এর পরেও পথিকবাবুর ধারণা অনুযায়ী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা যদি বিশ্বাস হয় তাহলেও বলতে হয় যুগ যুগ ধরে বিশ্বাস ধরে রাখা খুব সহজ কাজ নয়।

বড় বড় কাগজে বড় বড় লেখকদের মতামত পড়ে জনমত গড়ে ওঠে। তাই তাদের আরও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত। কোনও বিষয়ে না জেনে কারোর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোনও কিছু লিখে ফেলা মোটেই পথিকবাবুদের মতো লেখকদের মানায় না। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধে পথিকবাবু সিদ্ধহস্ত। কিন্তু তিনি যা খুশি লিখে দেবেন আর বাঙালি তা গিলে খাবে এই ভাবনা সংবাদপত্রের ও লেখকদেরই ক্ষতি করবে।

ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ প্রামাণিক, বেহালা

নোদাখালির মধুচক্রে হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানা এলাকার মেথরের পুলে একটি বন্ধ হয়ে যাওয়া নার্সিংহোম সংলগ্ন ভিলায় জেলা স্বাস্থ্য দফতর অভিযান চালিয়ে ১১ জন পুরুষ ও মহিলাকে আপত্তিকর অবস্থায় আটক করে। জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম দাস মালাকার ও বজবজ–১ এর বিডিও এবং পুলিশ বাহিনী এই অভিযানে ছিলেন। আটক পুরুষ, মহিলা ও ওই ভিলার ম্যানেজারকে গ্রেফতার করে নোদাখালি থানায় তুলে দেওয়া হয়। পরের দিন আটক ব্যক্তিদের আলিপুর আদালতে তোলা হয়। বন্ধ হয়ে যাওয়া নার্সিংহোম সিল করে দেওয়া হয়। সূত্রের খবর বন্ধ হয়ে যাওয়া নার্সিংহোমটির মালিক রহিম খান। তিনি নাকি নার্সিং হোম সংলগ্ন আরএস ভিলাটি একজনকে লিজ দিয়েছিলেন। রহিম খানের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে ফোনে পাওয়া যায়নি।

জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা যায় বন্ধ নার্সিং হোমে মধুচক্র চলছে বলে এলাকা থেকে অনেক মানুষ অভিযোগ জানিয়েছিল, তাই অভিযান করা হয়। আইন মোতাবেক ব্যবস্থা করা হবে।

জোড়া জাল ডাক্তার ধৃত

জয়িতা কুন্ডু : ভুয়ো ডাক্তার ধরা পড়ল হাওড়া জেলাতেও। চলতি সপ্তাহেই বাউড়িয়া এবং জগৎবল্লভপুরের বড়গাছিয়া থেকে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন দু'জন ভুয়ো ডাক্তার। কস্মিনকালেও মেডিক্যাল কলেজে পা রাখেন নি তারা। তবুই সাইনবোর্ড ও লেটারহেডে দুজনেই এমবিবিএস ডিগ্রির কথা ফলাও করে লিখেছিলে। এবং তা দেখিয়ে রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছিলেন বলে অভিযোগ। বাউড়িয়ার যে চিকিৎসক পুলিশের জালে ধরা পড়েছেন তাঁর নাম রামশঙ্কর সিং। বাউড়িয়ার একটি চটকলের শ্রমিক আবাসনে থাকতেন তিনি। সেটিকেই ক্লিনিক বানিয়ে চুটিয়ে প্র্যাকটিস করছিলেন। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ যখন তাঁর চেম্বারে হানা দেয় ওই চিকিৎসক হম্বিতম্বি করে। নিজের ডিগ্রির কাগজপত্র দেখিয়ে বৈধতা প্রমাণের চেষ্টা করেন। ডিগ্রির বহর দেখে অবশ্য 'হাঁ' হয়ে যান পুলিশ কর্তারা। দেখা যায় ওই চিকিৎসক হচ্ছেন এমডি বায়োকেম। এটি দেখে পুলিশ কর্তাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে ডিগ্রিটি জাল। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। দ্বিতীয় ঘটনায় বড়গাছিয়ার সকালবাজার থেকে ধরা পড়েন মোতিয়ার রহমান মল্লিক নামের ৫১ বছরের এক চিকিৎসক।

বাসন্তীতে ৩০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার, গ্রেফতার ১

বিশ্বজিৎ পাল, বাসন্তী : মঙ্গলবার গভীর রাতে পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে এক মহিলাকে কার্তুজ সহ হাতে নাতে ধরে ফেলে পুলিশ। ধৃত মহিলার নাম পুতুল হালদার। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার চড়াবিদ্যা হালদার পাড়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে চড়াবিদ্যা হালদার পাড়া গ্রামের বাসিন্দা পুতুল হালদার। তার স্বামী নির্মল হালদার। বেশ কয়েক মাস ধরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাসন্তী থানার ওসি সুভাষ ঘোষের নেতৃত্বে ২ জন মহিলা পুলিশ, ৫ জন কনস্টেবল টিম নিয়ে অভিযান চালিয়ে বাড়ি থেকে পুতুল মন্ডলকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। ধৃতের কাছ থেকে ৩০ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে কলকাতা থেকে কার্তুজগুলি নিয়ে পুতুল হালদার। বেশ কয়েক মাস ধরে কার্তুজের লেনদেন চলছিল। এদিকে ধৃত পুতুল হালদারের স্বামী নির্মল হালদার পলাতক। তার খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। পুলিশ জানান গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দিয়ে এক মহিলাকে কার্তুজ সহ গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত মহিলার কাছ থেকে ৩০ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কিনা সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মহিলাকে আলিপুর কোর্টে তোলা হল। বুধবার দুপুরে ধৃত মহিলা পুতুল হালদারকে পুলিশ কোর্টে তুললে বিচারক ২ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

মৌখালিতে গুলি, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা : মঙ্গলবার রাতে দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম উদয় মন্ডল (৪২)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার মৌখালি বারো বাঁকী এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বাগমারি গ্রামের বাসিন্দা উদয় মন্ডল। সে মাছের ভেড়িতে মাছ ধরার কাজ করে এবং দেখভালের কাজ করতো। এদিন রাতে মৌখালি বারো বাকী এলাকায় মাছের ভেড়িতে লাইট গার্ডের ডিউটি দিচ্ছিল। হঠাৎই সেই সময় বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে গুলি করে উদয় মন্ডলকে। উদয় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। পরের দিন বুধবার সকালে ভেড়ির ধারে দেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বেশ কিছু মানুষজন। তারা সঙ্গে সঙ্গে জীবনতলা থানার খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশবাহিনী। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে মৃত উদয় মন্ডলের বাবা অমরেশ মন্ডল, স্ত্রী, তার ছয় ছেলে মেয়ে এবং পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়ে। এ বিষয়ে থানার অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ জানান দুষ্কৃতীদের গুলিতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। দেহটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক সওকাত মোল্লা বলেন দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু হয় উদয় মন্ডল নামে এক নিরীহ ব্যক্তির। মৃত উদয়ের ছয় ছেলে মেয়ে। যে কোনও মৃত্যু দুঃখজনক–বেদনাদায়ক। পুলিশ প্রশাসনকে বলা হয়েছে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। মৃতের পরিবার যাতে সব রকমভাবে সাহায্য পায় সে বিষয়টি দেখা হচ্ছে।

তালদিতে চোর সন্দেহে গণপিটুনি, জখম ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : মঙ্গলবার সকালে চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে জখম অভিযোগে পুলিশ আটক করে ৩ জনকে। আটকদের নাম ভোলা বিশ্বাস, পল্টু বিশ্বাস, দীপঙ্কর বিশ্বাস। গটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার তালদি জন কল্যাণ মোড় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে জীবনতলার দক্ষিণ পাতিখালি গ্রামের বাসিন্দা মানসী প্রামানিক। তার দাদা রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ বছর ধরে বোন মানসীর বাড়িতে থাকে। রাজু কোন কাজকর্ম করে না। অবিবাহিত রাজু। বোন মানসী এবং মানসীর স্বামী চিত্ত প্রামানিক দেখভাল করে রাজুকে। গত ৪ জুন রাজু তালদি হালদার পাড়ায় সারারাত ধরে কীর্তন শুনে ভোরে বাড়ি যাচ্ছিল। সেই সময় তালদি কল্যাণ মোড় এলাকায় স্থানীয় মানুষজন চোর সন্দেহে গণপিটুনি দেয় রাজুকে। স্থানীয় মানুষজন বিষয়টি দেখে থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ বাহিনী এবং জখম রাজুকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। এবিষয়ে জখম রাজুর পরিবারের লোকজন ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্তে নেমে তিনজনকে আটক করে। আটকদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ট্রেন সমস্যায় জর্জরিত বীরভূমের জনজীবন

অভীক মিত্র, সিউড়ি : ট্রেন সমস্যায় জর্জরিত বীরভূম জেলার স্বাভাবিক জনজীবন। তাই এবার সময়ে লোকাল ট্রেনের দাবি উঠল বীরভূম জেলায়। অন্ডাল–সাঁইথিয়া, রামপুরহাট–আজিমগঞ্জ, রামপুরহাট–পাকুড় রেলপথে নতুন লোকাল ট্রেনের দাবি জোরালো হয়ে উঠল। মালদহের রূপকার প্রয়াত গনিখান চৌধুরী বীরভূম জেলাবাসীর জন্য চালু করেছিলেন রামপুরহাট থেকে হাওড়া (ভায়া–চিনপাই, পান্ডবেশ্বর, দূর্গাপুর) পর্যন্ত 'ময়ূরাক্ষী ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার'। রেলমন্ত্রী হবার পর লালুপ্রসাদ যাদব চালু করেছিলেন হাওড়া থেকে সিউড়ি 'হুল এক্সপ্রেস'। কয়েকমাস আগে সেটি সুপারফার্স্ট এক্সপ্রেস ট্রেনে রূপান্তরিত হয়। সাংসদ হবার পর শতাব্দী রায় চালু করেছিলেন হাওড়া থেকে সিউড়ি এক্সপ্রেস (ভায়া–প্রান্তিক)। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সিউড়ি প্রান্তিক রেলপথ না হওয়ার জন্য এক্সপ্রেস ট্রেনটি সাঁইথিয়া দিয়ে ঘুরে আসে। যাত্রীও থাকে নগণ্য। রেলবাজেটের আগে এই এক্সপ্রেস ট্রেনটি তুলে দেওয়ার দাবি উঠেছিল বিভিন্নমহল থেকে। তারপর বীরভূম জেলার রাজনীতির নদী দিয়ে বয়ে গিয়েছে বহু জল। কিন্তু রেলজগতে বীরভূম জেলার প্রাপ্তি ভাড়ার শূন্য একথা বলাই যায়।

জেলার বিভিন্নপ্রান্ত থেকে লোকজন চাকরির সূত্রে সিউড়িতে আসেন। সিউড়িতে নেমে বাসে বা গাড়ি ভাড়া করে বক্রেশ্বর, পাথুরচাপুড়ী যেতে হয়। প্রতি ট্রেনেই সিউড়ি, দুবরাজপুরের মতো স্টেশনগুলিতে ভিড় উপচে পড়ে। বারবার দাবি করা সত্ত্বেও মহিলা কামরা সহ ট্রেনের কামরা বাড়ে নি ময়ূরাক্ষী ফার্স্ট প্যাসেঞ্জারে। ফলে কষ্ট করে ভিড়ে ঠাসাঠাসি করে যেতে বাধ্য হয় যাত্রীরা। বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশেই অবস্থিত চিনপাই স্টেশন। চিনপাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৩টি গ্রামের বাসিন্দা সহ দূরদূরান্ত গ্রামের মানুষজন ট্রেন ধরে চিনপাই স্টেশনে। বহুদিনের দাবি সত্ত্বেও চিনপাই স্টেশনে থামে না হাওড়া–সিউড়ি 'হুল সুপারফার্স্ট এক্সপ্রেস'। ভোর সাড়ে পাঁচটা, সকাল আটটা, দুপুর ২টা, বিকাল ৫:১০টা, সন্ধ্যা ৬:৫০টা, ৭:৫০টার এর মাঝে বা এর পরে আর কোনো ট্রেন নেই অন্ডাল থেকে ভীমগড়, কুনুরি, চিনপাই, কচুজোড়, কাজোড়াগ্রাম স্টেশনগুলিতে আসার জন্য। ফলে বিপাকে পড়ে যাত্রীরা। বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি থেকে আজিমগঞ্জ, মুরারই,আসানসোল,পুরুলিয়া, শিয়ালদহ, খড়গপুর, লোহাপুর যাওয়ার জন্য কোনো সরাসরি লোকাল ট্রেন নেই। ফলে যাত্রীদের বারবার ট্রেন বদল করে গন্তব্যে যেতে হয়।

আচ্ছে দিনের প্রচার : তিন বছর পূর্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের জনকল্যাণ কর্মসূচি প্রদর্শনী নিয়ে ডিএভিপি হাজির কলকাতার বিড়লা মিউজিয়ামে। উদ্বোধন করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। ছবি : প্রিয়ম গুহ

পশ্চিমবঙ্গে জেডিইউ–এর জনজাগরণ কর্মসূচি

অশোক দাশ : জনতাদল (ইউনাইটেড) রাজ্য কমিটির পক্ষে রাজ্য কনভেনর অশোক দাস এক প্রেস বিবৃতিতে জানান জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রত্যেক সরকারের (রাজ্য ও কেন্দ্র) দায়িত্ব প্রত্যেক জনগণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা, অন্ন, বস্ত্র, আবাস সুনিশ্চিত করা। কিন্তু গরিব সাধারণ মানুষ আজও তা থেকে বঞ্চিত।

বিহারের নীতিশ কুমারের সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা, অন্ন, বস্ত্র, আবাস সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক মডেল হিসাব কাজ করে চলেছে এবং দলতন্ত্রের উর্দ্ধে উঠে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। এবং ন্যায়ের সাথে বিকাশ কিভাবে করতে হয়, তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

জনতাদল (ইউনাইটেড) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ন্যায়ের সাথে বিকাশকে সামনে রেখে এক জনগাজরণ কর্মসূচির মাধ্যমে নিম্নলিখিত দাবিগুলি নিয়ে প্রচার অভিযান শুরু করেছে।

দাবিগুলি :–

(১) পশ্চিমবঙ্গকে 'সম্পূর্ণ মদমুক্ত রাজ্য' হিসাবে ঘোষণা করতে হবে।

(২) পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক রেশনকার্ড হোল্ডারকে এক মাসের রেশন একদিনে দিতে হবে। (মাসের প্রথম সপ্তাহে)

(৩) বিদ্যুতের বিলে ইউনিট প্রতি মূল্য কমাতে হবে। বিদ্যুতের মিটার পরীক্ষার জন্য নিরপেক্ষ সংস্থা গঠন করতে হবে।

(৪) মিড–ডে মিল, সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের খাদ্যের গুণগত মান–এর (পুষ্টি) দুর্নীতি দূর করতে হবে।

(৫) কৃষি এবং কৃষকের উন্নতির লক্ষে ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি ও একশো দিনের কর্ম প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যেক কৃষককে তার নিজের জমিতে ৫০ দিন কাজ করার অধিকার আইনানুগভাবে সুনিশ্চিত করতে হবে।

(৬) রাজ্য সর্বত্র অটো ভাড়া কিলোমিটার প্রতি নির্দিষ্ট করে রুটচার্ট সরকারকে ঘোষণা করতে হবে।

(৭) মহিলাদের সরকারি চাকরিতে ৩৫ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৮) উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রত্যেক ছাত্র–ছাত্রীকে মাধ্যমিক স্তর থেকে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে সরকারকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনা সুদে লোন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৯) এই রাজ্যের রেল স্টেশন, হাসপাতাল, সার্বজনিক স্থানে 'ইউরিনের' জন্য মহিলাদের এবং শিশুদের কাছ থেকে কোনও মূল্য দেওয়া চলবে না।

এই দাবিগুলির সমর্থনে জনতাদল (ইউনাইটেড) রাজ্যব্যাপী আন্দোলন সংগঠিত করছে। সকলস্তরে জনগণের বিশেষ করে ছাত্র, যুবক ও মহিলাদের সাথে এই আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য আবেদন করছি। মদমুক্ত (নেশামুক্ত) সমাজ, হিংসামুক্ত বাংলা আমাদের লক্ষ্য।

অভিষেকের খতিয়ানে নিঃশব্দ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফলতা : ডায়মন্ড হারবার সাংসদ এলাকার প্রতিজন পিছু ২০ টাকা উন্নয়নের জন্য খরচ করা হয়েছে। আর এই উন্নয়ন আগের কোনও সাংসদ করেন নি। সোমবার ফলতার বেলসিংহ শিক্ষায়তন হাই স্কুলের মাঠে নিজের সাংসদ কোটার টাকার হিসেব সংকলিত বই 'নিঃশব্দ বিপ্লব' উদ্বোধন করে এ কথা বলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন উপস্থিত ছিলেন দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সর্বভারতীয় সহসভাপতি সুব্রত বক্সী, জেলা সভাপতি শোভন চট্টোপাধ্যায় সহ একাধিক বিধায়ক ও দলের ব্লক সভাপতিরা।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর প্রতিবছর ৫ জুন সাংসদ কোটার টাকার হিসেব সংকলিত বই প্রকাশ করেন। এবার তৃতীয় বছরে পড়ল সেই বই প্রকাশ। এদিন সেই অনুষ্ঠানে অভিষেক বলেন, 'আমি সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে জনগণকে হিসাবে দিয়ে সব জানিয়ে দিই। ডায়মন্ড হারবার সংসদীয় এলাকাতে কমবেশি ২৫ লক্ষ মানুষ বসবাস করেন। সেই মানুষ পিছু ২০ টাকা খরচ করেছি। এই টাকাতেই রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় যে উন্নয়ন করেছি তা অতীতে সিপিএম কখনও করতে পারেনি। সিপিএম এভাবে হিসবেও দেয়নি। আমরা স্বচ্ছতার সঙ্গে রাজনীতি করি।'

এদিন আবারও সিপিএম–বিজেপি আঁতাতের অভিযোগ তোলেন অভিষেক। চাঁচাছোলা ভাষায় যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক বলেন, 'আগে যাঁরা লাল পাঞ্জাবি পরত, এখন তারাই গেরুয়া পাঞ্জাবি পরছে। আসলে এরা সুযোগ সন্ধানী। নিজেদের স্বার্থে দিনে বিজেপি, রাতে সিপিএম। এদের থেকে সাবধান থাকতে হবে।' বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নিন্দা করে অভিষেক বলেন, 'কে কি পরবেন, কি খাবেন তা কেন্দ্র ঠিক করে দিতে পারে না। আমাদের দেশে প্রত্যেকের স্বাধীনতা আছে। সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চাইছে কেন্দ্র। হিন্দু ধর্ম নিয়ে ভন্ডামি করছে বিজেপি। আমিও একজন প্রকৃত হিন্দু। তবে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ মেনে।'

জনশিক্ষণ সংস্থান, নরেন্দ্রপুরকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জন শিক্ষণ সংস্থান— ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনে কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একটি বহুমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুরে এর সূচনা হয়। সূচনাকালীন সময়ে এর নাম ছিল শ্রমিক বিদ্যাপীঠ পরবর্তীকালে নিয়মকানুনের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে ২০০০ সাল থেকে এর নতুন নাম হয়— জনশিক্ষা সংস্থান। আর্থসামাজিক ও শিক্ষার দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া ১৫–৩৫ বছরের বেকার যুবক/যুবতীদের বৃত্তিগত ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং স্বনির্ভর করাই জন শিক্ষণ সংস্থানের মূল উদ্দেশ্য।

সুদীর্ঘ এই পথ পরিক্রমায় নানারকম কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্বনিযুক্তির ক্ষেত্রে জনশিক্ষণ সংস্থান সমগ্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ও কলকাতার বস্তি এলাকায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে কমবেশি মোট প্রায় ২৫ রকমের স্বল্প ও দীর্ঘ–মেয়াদী অনাবাসিক প্রশিক্ষণ নিয়ে জন শিক্ষণ সংস্থান কাজ করে চলেছে।

মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বনির্ভর করা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের জন্য জন শিক্ষণ সংস্থাকে টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্স, মুম্বাই গত ২৩ তারিখে নিউ দিল্লিতে সংবর্ধনা দিল। ভারত সরকারের সহায়তায় টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্স একটি সমীক্ষা করে— মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বনির্ভর করা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের বর্তমান অবস্থা নির্ণয় করার লক্ষ্যে। ভারতের ১০টি রাজ্যে এই সমীক্ষা করা হয়। ১০টি রাজ্যের ১০ টি প্রশিক্ষণদাতা সংস্থাকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের জন্য সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে একমাত্র জনশিক্ষণ সংস্থান, নরেন্দ্রপুরকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। জনশিক্ষণ সংস্থান, নরেন্দ্রপুরের পক্ষে পরিচালক নির্মল কুমার পট্টনায়ক মাননীয়া রাষ্ট্রমন্ত্রী, নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার, শ্রীমতী কৃষ্ণা রাজের কাছ থেকে শংসাপত্র গ্রহণ করেন। এছাড়াও দক্ষতাবৃদ্ধি প্রশিক্ষণে মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে ২০ জন সফল মহিলা প্রশিক্ষার্থীকেও ওই দিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ২ জন, যারা জন শিক্ষণ সংস্থানের মহিলা প্রশিক্ষার্থী।

ভুল সংশোধন

গত সংখ্যায় আলিপুর বার্তার পাঁচের পাতায় এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় চতুর্থ স্থানাধিকারী কাকদ্বীপের মাসুম আখতারের খবরে প্রকাশিত প্রাপ্ত মোট নম্বর ৬৮৭। ভুলবশতঃ ছাপা হয়েছে ৬৭০। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক

১৪ টি গ্রন্থাগারকে কোটি টাকার অনুদান

প্রথম পাতার পর

অতি সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারকেশ্বরে এসে হুগলি জেলার প্রায় ১৪ টি গ্রন্থাগার – আনন্দ আশার গভঃ স্পনসর্ড রুরাল লাইব্রেরি (৬,০৭,৮৬৮ টাকা), অরবিন্দ পাঠাগার (৬,৭২,২১৬ টাকা), বারিজহাটি পাবলিক লাইব্রেরি (৫,৪৯,৯০৩ টাকা), চন্দ্রহাটি (১) গ্রাম পঞ্চায়েত সাধারণ পাঠাগার (৩,৬৩,৫২২ টাকা), দেউলপাড়া সবুজ সংঘ সাধারণ পাঠাগার (৭,৭৯,৬৯১ টাকা), হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার (৯,৯৯,১১৭টাকা), কলাছাড়া সাধারণ মন্দির (৮,৯৩,৯৩৯ টাকা), কৃষ্ণদেব স্মৃতি প্রগতি সাধারণ পাঠাগার (১৫,৮৯,৩৭৯ টাকা), নেতাজি জয়ন্তী পাঠাগার (৯,৯৯,৯৪৪ টাকা), রবীন্দ্র পাঠাগার (৭,০৭,২৩৪ টাকা), রমেন্দ্র পাঠভবন (৮,৯৯,৯৬৪ টাকা), সালেপুর নগেন্দ্র সাধারণ পাঠাগার (১৯,৭৭,৫৪৬ টাকা), বুঁইতিয়া গোপালবাটি জয়শ্রী ক্লাব ও পাঠাগার (৭,৯১,৩৩২ টাকা), কৃষ্ণবাটি অগ্রণী পাঠাগার (১০,০৬,২০১ টাকা) কে পরিকাঠামোগত সমস্যার সমাধানকল্পে ও ভবন সম্প্রসারণের জন্য মোট ১ কোটি ২৮ লাখ ৩৭ হাজার ৮৫৬ টাকার অনুদান প্রদান করেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুদান প্রদানের পাশাপাশি উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগারের দ্বিতলে সেমিনার হলে ক্যাফেটেরিয়া সমেত পাঠক রিডার্স কর্নারের উদ্বোধন করা হয়। প্রায় ৫,৭১,০০০ টাকা ব্যয় করে এই প্রকল্পটি রূপায়িত করা হয়।

অত্যাচার গৃহবধূকে

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় চন্দ্রনগরের বাসিন্দা মাকুর পরিবার। পরিবারের প্রধান মনোরঞ্জন মাকুর পেশায় মৎস্যজীবী। মাকুর দম্পতির বিবাহিত জীবন প্রায় ২৫ বছরের। দম্পতির ৩ সন্তান। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছেলে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। সোমবার বাপের বাড়ি যাবেন বলে বেরিয়েছিলেন মহিলা। চন্দ্রনগরেই মহিলার বাপের বাড়ি। মঙ্গলবার বিকেল ৪টে নাগাদ স্ত্রীর ওপর অত্যাচারের খবর পান স্বামী। বাঁচাতে যান স্বামী। এদিন হাসপাতালের বেডে শুয়ে মহিলা বলেন, 'বিনা কারণে আমাকে ধরে মারধর শুরু করল। আমি ওদের হাতে–পায়ে ধরলাম। কিন্তু শুনল না। সকলে মিলে নগ্ন করে মারল। কেউ প্রতিবাদ করেনি। উল্টে মোবাইলে ছবি তুলল অনেকে। সেই ছবি না কি ছড়িয়েও দেবে বলল কেউ কেউ। আমি চাই ওদের শাস্তি দেওয়া হোক।'

লিকুইডেশনে গেল ঐতিহ্যবাহী জেশপ

প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি শ্রমিক নেতা অসিত সেন তথ্য জানবার অধিকার আইন (আরটিআই)–এর মাধ্যমে এই ঘটনাটি জানেন বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যে অভিযোগ উঠেছে, জেশপের শেয়ার জালিয়াতি করে নিজেদের নামে শেয়ার ৮৪ শতাংশে নিয়ে যান কারখানার মালিক পবন রুইয়া। সেখানে কেন্দ্রের শেয়ারের পরিমাণ কমে এসে দাঁড়ায় ২৭ থেকে ৪ শতাংশে। ভারত ভারী উদ্যোগ নিগম লিমিটেড–এর দাবি, শেয়ারে জালিয়াতি হয়েছে। মাত্র ১ টাকা দরে বাজারে শেয়ার ছেড়ে দেওয়া হয়। এই নিয়ে হাইকোর্টে মামলা করা হয়েছে। শেয়ার পারচেজ এগ্রিমেন্ট নিয়েও অভিযোগ উঠেছে পবন রুইয়ার বিরুদ্ধে। উত্তর চব্বিশ পরগনার দমদমে দেশের অন্যতম বড় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প জেশপের এই অবস্থা নিয়ে রাজ্য সরকার এখনও নীরব কেন, উঠেছে এই প্রশ্নও। জেশপের কাছে কক্স অ্যান্ড ওয়েন্স সংস্থার পাওনা ১২ লক্ষ টাকা। তারা মামলা করে হাইকোর্টে ২০১৪ সালে। তারপরেই মহামান্য হাইকোর্ট কারখানা গোটানোর নির্দেশ দেয়। দুটি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় এই মর্মে এবং ৬ মার্চ পরবর্তী শুনানির দিনে কারও আপত্তি থাকলে জানাবার কথাও বলা হয়। রাজ্য সরকার উপস্থিত হয়নি। রাজ্য সরকার জেশপ অধিগ্রহণ বিল পাশ করে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে। সম্প্রতি বর্তমান শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের সাথে জেশপের চারটি ইউনিয়ন আদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত নেয় যৌথ ফোরামের মাধ্যমে। খবরে প্রকাশ, রাজ্য সরকার এখনও কর বাবদ প্রায় ৫০ কোটি টাকা পাবে জেশপ কোম্পানির কাছে।

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : বিশ্বজিৎ পাল –৯৩৩৩১২৭৫৭৮, ৯৮০০১৪৬৬১৭

ট্রেনের মহিলা কামরা

আবার অরিন্দম

নানা বিপদ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষকে সচেতনতা করাই যার কাজ সেই প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য ফের ফিরে এলেন আরও কয়েকটি নিবন্ধ নিয়ে। এর আগে আলিপুর বার্তায় ধারাবাহিক ভাবে বেশ কয়েকটি সাড়া জাগানো প্রবন্ধ লিখে ইতিমধ্যেই সাড়া জাগিয়েছেন তিনি। এবারের ৫টি প্রবন্ধ আপনাদের সামনে তুলে ধরছেন তিনি।

অভিযোগ– আমার স্বামী একটি কারখানায় কাজ করতেন, হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কলকাতায় বড়বাজারের গদিতে হিসাব পরীক্ষক হিসাবে কাজ করে সামান্য অর্থ উপার্জন করেন, বর্তমান বয়স ৬২ বছর। কারখানা বন্ধ হওয়ার পরে নানা চিন্তায় পথ চলতে গিয়ে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় ওনার বাঁ পা মারাত্মক জখম হয়। ফলে ভাল করে হাঁটতেও পারেন না। গতকাল শিয়াদহ স্টেশনে বাড়ি আসার জন্য যখন পৌঁছায় তখন ট্রেন ছাড়ার জন্য বাঁশি বাজলে উনি তাড়াতাড়ি মহিলা কামরায় উঠে পড়লে কামরায় থাকা মহিলা কিছু যাত্রী এবং পুলিশ রে রে করে তেড়ে আসে এবং পরের স্টেশন উল্টোডাঙাতে নেমে যাবেন বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও ওনাকে চলন্ত ট্রেন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ায় ঈশ্বরের অপার করুণায় প্রাণে বেঁচে গেলেও প্ল্যাটফর্মে পড়ে ওনার ডান পাটা ভেঙে যায়। বর্তমানে উনি হাসপাতালে ভর্তি...

এই ঘটনাটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় কিছুদিন হৈ চৈ হলেও, মাঝে মাঝে জিআরপি–র বড়বাবু, আরপিএফের সংশ্লিষ্ট অফিসাররা প্রায়ই মহিলা কামরায় পুরুষদের প্রবেশের বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ পেয়ে থাকেন। যাত্রীদের অবগতির জন্য জানাই রেলওয়ে আইন ১৯৮৯ under section 58 ধারায় যেমন মহিলাদের জন্য আলাদা কামরা পৃথকীকরণের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে ঠিক তেমনই section 57 ধারায় প্রতি কামরায় সর্বাধিক যাত্রীসংখ্যা কত হবে তা প্রতিটি কামরার ভিতরে অথবা বাইরে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলায় (আঞ্চলিক ভাষায়) লিখে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ধারায় কিন্তু শুধু সংরক্ষিত কামরার কথা লেখা হয়নি। রেল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন

কামরায় যে নির্দেশনামাগুলো লিখে যাত্রীদের অবগতির জন্য জানাবার ব্যবস্থা করে একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন ওগুলো বেশিরভাগই পড়া যায় না। সত্যি পড়া দুর্বোধ্য। এতগুলো রেলের কামরার মধ্যে কোনটা মহিলা কামরা, যারা প্রতিদিন যাতায়াত করেন তাঁরাই হয়তো জানতে পারেন। কিন্তু অন্যান্য যাত্রীরা জানবেন কি করে? 'মহিলা' বা 'লেডিস' শব্দটি যেভাবে লেখা সেটি সত্যিই ভীষণ অস্পষ্ট তাছাড়া মহিলা সংরক্ষিত কামরায় পুরুষ যাত্রীর প্রবেশের ক্ষেত্রে এই আইনের ১৬২(এ) ধারায় স্পষ্ট নির্দেশে বলা হয়েছে যে, যদি কোনও পুরুষ, মহিলা কামরা জানিয়া সেই কামরায় প্রবেশ করে অথবা সেখানে অবস্থান করে, ১৬২(বি) সেই কামরায় কোনও আসন এবং শয়ন স্থান রেলকর্মীরা বলিবার পরও পুরুষ যাত্রী অধিকার করিয়া রাখে, তাহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

যে বৃদ্ধ মানুষটি যে অবস্থায় মহিলা কামরা না বুঝে উঠেছিল তাকে এভাবে চলন্ত ট্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে নামতে বাধ্য করা কি উচিত হয়েছে? সেই কামরায় কি উনি অবস্থান করেছিলেন? নাকি কোনও আসন বা কোনও শয়নস্থান অধিকার করে রেখেছিলেন? ওনাকে পরের স্টেশনে নেমে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল না কি? যদি হঠাৎ মহিলা কামরায় কোনও পুরুষ ব্যক্তি প্রবেশ করে এবং তার কথাবার্তা চালচলনে যদি সন্দেহ প্রকাশ পায় এবং গায়ের জোরে মহিলা কামরায় যেতে চায় তাকে তো গ্রেফতার করাই যায় তাই বলে চলন্ত গাড়ি থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া কখনই সমর্থন যোগ্য নয়।

কিছু মহিলা যাত্রী এবং রেল পুলিশ কর্মচারী যারা অতিসক্রিয়তা দেখাতে গিয়ে চলন্ত গাড়ি থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার মত অমানবিক কাজ করার মানসিকতা নিয়ে আজও আছেন দয়া করে ওই সংবাদটি পড়ার পর অসহায় পরিবারটির কথা মনে করে ভেবে দেখার অনুরোধ রইল...

পরিবেশ বাঁচাতে গিয়ে জুটল প্রহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নামখানা : পরিবেশ দিবসের আগেই ম্যানগ্রোভ রক্ষা করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন এক যুবক। ঘটনাটি নামখানার দক্ষিণ চন্দনপিঁড়ির ঘটনা। আক্রান্ত যুবক সুশান্ত ভুঁইয়া। ধৃত অজয় মন্ডল।

স্থানীয় হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদীর সঙ্গে মিশেছে সুন্দরিকা খাল। এই খাল দিয়ে ভুটভুটি যাতায়াত করে। এই খালে চলাচলকারী এক ভুটভুটির মালিক সেচ দফতরের জমিতে লাগানো ম্যানগ্রোভ প্রজাতির গাছ কেটে ফেলছিলেন। রবিবার তার ভুটভুটি রাখার জন্য প্রায় ৫ শতকের বেশি জায়গা জুড়ে ম্যানগ্রোভ কেটে খাল তৈরি করেছিলেন ওই মালিকের লোকজন। ম্যানগ্রোভ কাটার প্রতিবাদ করেন স্থানীয় যুবক সুশান্ত। তিনি প্রথমে গিয়ে ভুটভুটি মালিক মানস মন্ডলকে ম্যানগ্রোভ না কাটার অনুরোধ করেন। ম্যানগ্রোভ কাটলে খালের পাড়ে ভাঙনে তলিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করেন সুশান্ত। পরে এলাকার মানুষও সুশান্তর পক্ষ নিয়ে ম্যানগ্রোভ কাটার প্রতিবাদ করেন। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় ভগবতপুর বনদফতরের রেঞ্জ অফিসে। বনদফতরের কর্মীরাও আসেন। কিন্তু ভুটভুটি মালিকের শ্রমিকরা বারণ না শুনে নির্বিচারে ম্যানগ্রোভ কাটতে থাকে বলে অভিযোগ। বনদফতরের কর্মীদের সামনেই শুরু হয়ে যায় বাকবিতন্ডা। সুশান্ত বাধা দিতে গেলে ফেলে মারধর করা হয় তাকে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় সুশান্তকে। এরপর সন্ধে নাগাদ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নামখানা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সুশান্ত। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে অজয় মন্ডল নামে এক শ্রমিককে গ্রেফতার করে পুলিশ। বাকি শ্রমিকদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। আক্রান্ত সুশান্তের অভিযোগ, 'বনদফতরের কর্মীদের সামনেই আমাকে বাঁশের লাঠি দিয়ে মারধর করা হয়। বনদফতর বাধা দেয়নি। আমরা চাই বনদফতর ম্যানগ্রোভ ধ্বংসের জন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর করে গ্রেফতার করুক।' এ প্রসঙ্গে ভগবতপুরের রেঞ্জার উমাপ্রসাদ মন্ডল বলেন, 'সেচ দফতরের জমির গাছ কাটা হয়েছে বলে খবর পেয়েছি। দ্রুত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ করা হবে। দোষী প্রমাণ হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পরিবেশ দিবসে অনুষ্ঠান, পদযাত্রা

মলয় সুর, চন্দননগর : পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিয়ে রবিবার সকালে চন্দননগর কর্পোরেশনের উদ্যোগে পদযাত্রা হল এলাকায়। 'একটি গাছ একটি প্রাণ'— গাছ লাগান, গাছ বাঁচাও, বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিন এই শ্লোগান তুলে হেঁটেছেন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা ও স্কুল পড়ুয়ারা। 'সবুজ' চন্দননগর গঠনের লক্ষ্যে আয়োজিত এই পদযাত্রায় পা মেলান মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী। পদযাত্রা থেকে শহরে গাছ লাগানোর জন্য আবেদন করা হয় স্থানীয়দের। বিশ্ব উষ্ণায়ন বাড়তে থাকায় আমাদের মাঝে মধ্যে প্রকৃতির রোষে পড়তে হচ্ছে। চন্দননগর কলকাতার নিকটবর্তী শহর। তাই জনসংখ্যার চাপের চোটে এই শহরে ও বহুতল তৈরির হিড়িক পড়েছে। যে কারণে শহরে বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। চন্দননগর পুরনিগম শহরের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে গাছ লাগানোর পরিকল্পনা দিয়েছে। এদিনের পদযাত্রায় সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছেন। গাছ বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে চন্দননগরে বহু পুরানো সংস্থা 'সবুজের অভিযান' ক্লাব এবারও ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সবুজের অভিযান–এর সাথীদের নিয়ে নানা কর্মসূচি পালন করেন। এই ক্লাবের বিশিষ্ট প্রাক্তন পরিবেশ ল' অফিসার বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, প্রথমত চন্দননগর ফরাসি শহরকে জঞ্জাল মুক্ত করতে হবে। আমরা কর্পোরেশনকে অনুরোধ করেছি যাতে তাঁরা প্লাস্টিক ব্যবহারও পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে। এরই পাশাপাশি কঠিন ও পচনশীল বর্জ্য ফেলার জন্য আলাদা আলাদা ডাস্টবিন ব্যবহার করা হয়। এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় গাছ লাগানো হয়। প্রতিবছর সংগঠনের সদস্যরা ডিসেম্বর মাসে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মেলা করে। এছাড়া স্ট্র্যান্ড মর্নিং ওয়াকার্স ফাউন্ডেশন ঐতিহাসিক স্ট্র্যান্ডে ষষ্ঠ বর্ষে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে নানা কর্মসূচি পালন করেন। সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক বরুণ ভর, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, সহ সভাপতি অজয় দত্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদিন চন্দননগরকে 'গ্রিন সিটি' বানানোর কথা বলা হয়েছে।

কল্যাণী পুরসভার উদ্যোগে বিশ্বপরিবেশ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৫ জুন অন্যান্য বছরের মত এবারও কল্যাণী পুরসভার উদ্যোগে পুরপ্রধান সুশীল তালুকদার, স্থানীয় বিধায়ক রমেন বিশ্বাস, পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার ভাস্কর চক্রবর্তী এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য অসিত মুখার্জি, শান্তিপুর স্কুলের হেড স্যার কিংশুকবাবু, সরস্বতী ট্রাস্ট স্কুলের ছাত্রীবৃন্দের উপস্থিতিতে বিশ্বপরিবেশ দিবস পালিত হলো। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাথে, পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনে কিছু গাছের চারা রোপণ করা হয়। পুরপ্রধান বলেন কল্যাণী এমনিতেই দূষণমুক্ত শহর এবং বনসৃজনেও পুরসভা যথেষ্ট সচেতন। পুরসভার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যত্রতত্র প্লাসটিক, থার্মোকলের ব্যবহার এখনও কল্যাণী শহরে দেখা যায়। গাছ লাগিয়ে কল্যাণী শহরকে দূষণমুক্ত সবুজ শহর করে তোলার ব্যাপারে কল্যাণীবাসীকে এগিয়ে আসতে হবে।

বিশ্বপরিবেশ উদযাপন অনুষ্ঠানে পরিতাপের সাথে লক্ষ্য করা গেল যেখানে মহিলা কাউন্সিলরদের ৭ জনের মধ্যে ৬ জন উপস্থিত ছিল সেখানে মাত্র গুটি কয়েক পুরুষ কাউন্সিলর উপস্থিতি। আরো বেশি মানুষের উপস্থিতি আশা করা গেছিল। তৃণমূলের আমলে এই পুরসভায় কর্মসংস্কৃতির বেশ উন্নতি হয়েছে। এলাকার নাগরিকরা সবাই পরিষেবা ভালই পাচ্ছেন। কল্যাণীর বাসিন্দাদের পুরসভার কাজের ব্যাপারে খুব একটা অভিযোগ নেই। তাছাড়া বর্তমান পুরপ্রধান স্বল্পভাষী এবং সবাইকে নিয়ে চলার মানসিকতা আছে।

মুখ্যমন্ত্রী কাটমানি আর কমিশনের কথা বিভিন্ন প্রশাসনিক সভায় প্রায়ই বলে থাকেন যা এখানে বোধহয় চালু নেই না হলে রাস্তা ঘাট থেকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সাফল্য চোখে পড়ত না। মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছার প্রতি মর্যাদা দিয়ে সাম্প্রতিক কল্যাণী পুরসভার উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয়েছিল। ৬৫ জন মানুষ এই শিবিরে রক্তদান করেছিল।

রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক রমেন বিশ্বাস, সিএমওএইচ, পুরপ্রধান সুশীল তালুকদার এবং এলাকার প্রায় সব কাউন্সিলর। যেহেতু কল্যাণীতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে বেশ কিছু রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং কল্যাণী থানার উদ্যোগে বড় আকারে রক্তদান শিবির কিছুদিন আগে হওয়ার জন্য রক্তদাতার সংখ্যা কিছুটা কম হয়েছে। কল্যাণী পুরসভার নানা উদ্যোগকে শহরের বাসিন্দারা সাধুবাদ জানাচ্ছে এবং এলাকাবাসীরা আশা করে যে পুরসভা আগামী দিনে আরো উন্নততর পরিষেবা ব্যবস্থা করবে। আর পরিবেশ রক্ষার জন্য বছরে শুধু একটা দিন বিশ্বপরিবেশ দিবস পালন করলে হবে না, কল্যাণী শহরের বসবাসকারীদের সচেতন হয়ে নিজেদের এলাকা যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সেই বিষয়ে পুরসভাকে সহযোগিতা করা প্রয়োজন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়

উপকৃত যারা

- দীপক দলুই ফিস প্রোডাকশন গ্রুপ
- রানা ভুতিয়া ফিস প্রোডাকশন গ্রুপ
- অনিল মন্ডল ফিস প্রোডাকশন গ্রুপ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ–এর
আর্থিক সহযোগিতায় ও
সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি–র
ব্যবস্থাপনায়
খেয়াদহে
প্রত্যেক মৎস্যজীবী সমবায়কে ৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার মৎস্যবীজ ও সরঞ্জাম প্রদান করা হল

সৌজন্যে : শশধর হালদার
সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণী ও মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ

মাঙ্গলিকী

যদি হয় সুজন : প্লাবণ সাহিত্য পত্রিকার আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিরাটি থেকে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'প্লাবন'— অতি উজ্জ্বল সাহিত্য পত্রিকা। বস্তুতঃ পত্রিকাটির বেশ কিছু বিশেষত্ব আছে। যেমন গল্প, কবিতা ছাড়াও পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয় বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে পরিশ্রমের ফল স্বরূপ তথ্য সমৃদ্ধ বহু প্রবন্ধ। পত্রিকায় লেখা আসে বাংলার বাইরে থেকেও। প্রকাশিত হয় ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় লেখা কবিতা, বাংলা অনুবাদ সহ। এইখানেই অজস্র বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের জগতে প্লাবনকে আলাদাভাবে চিনে নেওয়া যায়।

পত্রিকার সম্পাদক হলেন সুপ্রাবন্ধিক স্বপন দত্ত। বিরাটিতে তাঁর সুরম্য বাসভবনের একটি সুসজ্জিত ঘরেই ২৩ এপ্রিল সাহিত্য সংস্কৃতির আসর বসে। অতি উষ্ণ পারিবারিক পরিবেশেই আসর হল। প্লাবনের সাম্প্রতিক সংখ্যাটির এদিন আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে (পত্রিকার সমালোচনা অদূর ভবিষ্যতে এই পাতাতেই প্রকাশিত হবে)। এছাড়া এদিন সুখ্যাত লেখক সনৎ বসু সম্পাদিত 'ক্রন্দসী' পত্রিকার সাম্প্রতিক 'বার্ষিক' সংখ্যাটিরও প্রকাশ ঘটে (পত্রিকাটি ৪২ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে)।

এদিন প্লাবন সহ সব লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে সুন্দর বক্তব্য রাখেন সনৎ বসু। তিনি বললেন, যাঁরা গভীর সাহিত্যানুরাগী, মনে সাহিত্য নিয়ে পাগল ভাবে থাকে তাঁরাই লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন। তবে দুঃখের সাথেই বলতে হচ্ছে লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত অধিকাংশ কবিতাই 'কবিতা হয়ে ওঠেনা'। তিনি আরও বলেন প্লাবনের সম্পাদক স্বপন দত্তর বিবিধ বিষয়ের উপরে রচিত প্রবন্ধগুলি সকল পাঠকের কাছেই মনোগ্রাহী হয়।

এবারের প্লাবনের প্রচ্ছদ এঁকেছেন অম্লান মৌলিক। তিনি বলেন বাংলার বাইরেও যে পত্রিকাটি যায় এ বিষয়টি খুবই প্রশংসনীয়। শ্রী মৌলিক নাট্যকর্মী ও বটে তাই নাটক নিয়েও বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া এদিন আসরে উপস্থিত পত্রিকার সাথে যুক্ত বহু কবি, লেখক প্রাবন্ধিক স্বপন দত্তর বহু গুণাবলীর কথা বলেন (এই প্রতিবেদকের কাছে স্বপন দত্তর প্রাবন্ধিক হিসাবে কলমের জোর, একজন যথার্থ 'ভদ্র মানুষ' হিসাবে যে কোনও সাহিত্য সভায় 'মিতবাক' থাকা স্বপন দত্তর লক্ষণীয় চারিত্রিক এক গুণ)। সাহিত্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হল বনানী ব্যানার্জীর দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে। এছাড়াও গান শোনান দীপঙ্কর ঘটক। স্বরচিত কবিতা পাঠে ছিলেন প্রভঞ্জন হালদার, সুমিত্রা দত্ত চৌধুরী, রেবা সরকার, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বনাম খ্যাত কবি/ছড়াকার মৃত্যুঞ্জয় কুন্ডু প্রমুখ। আসর সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন স্বপন দত্ত। অপর দিকে আসরের আড়ালে থেকে আসরের 'জননী' হিসাবে শ্রীমতী সুমিতা দত্ত সকলের জন্য প্রভূত 'চা জলযোগ' ব্যবস্থার মাধ্যমে, সকলকে পরিবারের 'সদস্য' করে নিলেন...

প্রশ্ন : শ্রী স্বপন দত্ত, 'আর কি কখনও কবে প্লাবনের এমন সন্ধ্যা হবে?!!'

বাংলা নববর্ষ উদযাপনে মাতৃসংঘের 'জননী বাহিনী'

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ই এপ্রিল, সন্ধ্যায় উপরোক্ত সংঘের বাংলা নববর্ষ বরণে আমন্ত্রিত ছিলেন এই প্রতিবেদক। গোড়ায় সুসজ্জিত সভাঘরে 'জননী বাহিনী'-র নেত্রী সঙ্গীত শিক্ষিকা পাপড়ি নাথের সুরম্য আবাসন গৃহে যথারীতি 'প্রাচীন তপোবন' ভাব সমৃদ্ধ পূজা অনুষ্ঠিত হল ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ মা সারদা ও তাঁদের 'সন্তান' স্বামী বিবেকানন্দের স্থায়ী বেদীতে স্থাপিত শ্বেত পাথরের তৈরি অতি প্রাণবন্ত মূর্তির সামনে। এই সাথে পূজা হল পাপড়ি নাথের 'গুরুমা' ও নারায়ণ-এর।

পাপড়ি নাথ যখন পঞ্চপ্রদীপ হাতে নিয়ে 'আরতি' করছেন তখন 'জননী'দের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে শাস্ত্রীয় স্তোত্র। এরপর সকলের কণ্ঠে গীত হল 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ বন্দনা' ('গুরু কৃপাহি কেবলম')। এরপর যথারীতি 'হোম'— পঞ্চ প্রদীপের আগুনের তাপ সকলে মাথায় নিলেন ('আগুনের পরশমণি'); হোমের টিকা সকলে কপালে নিলেন ('জয়ের টীকা')। পূজা পর্ব শেষ হওয়ার পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তথা 'জননী'দের সঙ্গীতানুষ্ঠান। সূচনা সঙ্গীতে সকলে গলা মেলালেন— 'এসো হে বৈশাখ'— তপোবনসম এই আসরে এর থেকে আরও কোনও গান আরও বেশি 'সুন্দর' হতে পারে?

এরপর একে একে বিভিন্ন জন শোনালেন রবীন্দ্র সঙ্গীত, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদের গান। কার গান ছেড়ে কার গানের বিশেষ প্রশংসা করবেন এই প্রতিবেদক? তবুও কিছু ব্যক্তিগত 'ভালো লাগার' কথা তো থাকেই। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তাঁরা হলেন মঞ্জুশ্রী দাস ('নিবিড় ঘন আঁধার'), মণিকা মজুমদার ('তুই ফেলে এসেছিস কারে'), প্রণতি বসু ('প্রথম আজি'), আরতি নন্দী ('তোমারি চরণে করি দুঃখ নিবেদন'), শেলী দে ('সখি ভাবনা কাহারে বলে'), বিথিকা ব্যানার্জী ('হে ক্ষণিকের অতিথি'), চন্দনা চক্রবর্তী ('সবারে বাসরে ভালো'), যুবতী মিলি মুখার্জী ('নব আনন্দে জাগো'), শিক্ষিকা পাপড়ি নাথ ('কেন বঞ্চিত হব চরণে'— রজনীকান্ত), বালিকা সুমিতা দেবনাথ ('আয় সবে') প্রমুখ। মাঝে ছিল শিশু বালিকা বিজয়ালক্ষ্মী দাসের (সুসজ্জিতা 'দেব কন্যা') রবীন্দ্রনৃত্য, গানে সহযোগিতায় পাপড়ি নাথ ('মন মোর মেঘের সঙ্গী')। এছাড়াও গান শুনিয়েছেন শীলা দাশগুপ্তা ও লুসি দত্ত (দ্বৈত পরিবেশন), দেবী দাস ও মিনতি পোদ্দার (দ্বৈত পরিবেশন), গৌরী মজুমদার, পাপিয়া রক্ষিত, রত্না মজুমদার, পান্না চক্রবর্তী, বনানী ব্যানার্জী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের ভয়াবহ দিক! বিশাল মহিলা বাহিনীর মধ্যে ৫/৬ জন পুরুষ 'হংস মাঝে বক যথা' মতন 'ঘাড় গুঁজে' বসেছিলেন! তবে তাঁদের 'মুখ' রক্ষা করলেন অনবদ্য আবৃত্তি ('কৃপণ') ও সমীন্দ্র ভৌমিকের 'রবীন্দ্র পাঠ'-এর মাধ্যমে ডাঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস! আবার কবির ভেকধারী জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সবাইকে 'শুনিয়ে ছাড়লেন' তাঁর ছোটদের জন্য লেখা পদ্য 'তুই'!... মাঝে বিরতির সময় (সবাই তখন প্রভূত প্রসাদ ভক্ষণে ব্যস্ত!) শিশু বালক ইংরাজিতে গান শোনাল— 'বাংলা নববর্ষ পালন হয়ে উঠলো আন্তর্জাতিক নববর্ষ পালন'... দেবশিশুটির নাম রুপনারায়ণ দাস।

অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটল এই প্রতিবেদকের অনুরোধে সঙ্গীত শিক্ষিকা পাপড়ি নাথের 'যা পেয়েছি প্রথম দিনে'-র উজ্জ্বল পরিবেশনের মাধ্যমে...

কৌতুক : 'ঠাকুর' বলেছিলেন 'রসেবশে থাকিস'— তার সেরা নিদর্শন হল এই আসরে 'ছাত্রী'দের প্রতি শিক্ষিকার 'মিষ্টি বকুনি'র প্রবাহমান স্রোত'...

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর সকলে হাসিমুখে 'পুরস্কার' স্বরূপ বাঙ্গারামের প্যাকেট হাতে নিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন...

পরবর্তী আসর ১৭ই জুন, একই জায়গায়।

যোগাযোগ : পাপড়ি নাথ, মোবাইল : ৮০১৭৩৪৫৭৩৬, ৯৭৪৮৮১৭৫৩১

কাজী নজরুলের জন্মোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ২৮ মে সন্ধ্যায় দমদম নাগের বাজার যুগীপাড়া রোডে ''মিলন তীর্থ সাংস্কৃতিক মঞ্চের' উদ্যোগে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮ তম শুভ জন্মোৎসব সাড়ম্বরে পালিত হল। প্রধান অতিথি ছিলেন আদর্শবান শিক্ষক, জনসেবক ও সঙ্গীত প্রেমী সর্বজন শ্রদ্ধেয় রামমোহন ভট্টাচার্য। নজরুলগীতি পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে সুকণ্ঠী গায়িকা মিতা হালদার, মধুমিতা নন্দী, নূপুর ভট্টাচার্য্য, মল্লিকা রায়, মঞ্জুশ্রী বাগচি, জবা দাস, সুফিকা রহমান, ঈপ্সিতা দে, নমিতা ভট্টাচার্য্য, সুপর্ণা মন্ডল, কাকলী ঘোষ প্রমুখ। সঙ্গে পার্কাসন ও তবলা বাজিয়ে মোহিত করেন ফাল্গুনী ভট্টাচার্য, স্বরূপ দত্ত, লক্ষ্মী পাত্র প্রমুখ। নৃত্যে শুভমিতা ও সঞ্চিতা পাল। আবৃত্তি পাঠে সৌমিত্র রক্ষিত, পরিচালনায় সম্পাদক অমল চৌধুরী। ধন্যবাদ প্রণব পোদ্দার। সহযোগিতা গৌতম মজুমদার।

চুঁচুড়া স্টেট ব্যাঙ্কের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার এসএ স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের কৃষি উন্নয়ন চুঁচুড়া শাখার উদ্যোগে দ্বিতীয় বার্ষিক এক সঙ্গীত সন্ধ্যার অনুষ্ঠান শনিবার (১৩ মে) চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হল। এই অনুষ্ঠান মঞ্চে ১০ জন পেনশন প্রাপক ব্যক্তিকে পুষ্পস্তবক ও স্মারক দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সূচনা করেন স্টেট ব্যাঙ্ক চুঁচুড়া কৃষি উন্নয়ন শাখার চিফ ম্যানেজার দেবাশিস দে। এছাড়া ছিলেন ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি সুবীর চট্টোপাধ্যায়, ব্যাঙ্কের রিজিওনাল সেক্রেটারি সুভাষ তালুকদার ও জোনাল সেক্রেটারি বাসুদেব রায়। এরপর এদিন সন্ধ্যায় বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় গান পরিবেশন করেন। এছাড়া ছিলেন আর এক সঙ্গীতশিল্পী মনোময় ভট্টাচার্য। অন্যদিকে এইসব শিল্পীরা অনবদ্য আধুনিক বাংলা জনপ্রিয় গানগুলি গাইলে হলের পরিপূর্ণ শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শোনেন ও বিস্ময় প্রকাশ করেন। এদিন সন্ধ্যায় বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন চন্দননগরের মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী। তাছাড়া সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কৌশিক সাহা ও শুভ্র সোম ঘোষ। চুঁচুড়া স্টেট ব্যাঙ্কের (কৃষি উন্নয়ন) এই প্রয়াস অভিনন্দন কুড়িয়েছে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালন করেন দেবলীনা সেনগুপ্ত।

ব্যঙ্গমার আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ মে ব্যঙ্গমার ৩৭ তম জন্মদিনকে উপলক্ষ করে ১ হেম কর লেনে যে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেখানে আনন্দের উপাদান হিসেবে ছিল কথা, গান, কবিতা, ছড়া, রম্যরচনা পাঠ, বৈঠকী জাদু ও আবৃত্তি। প্রচন্ড গরমে সব কাজই হয়ে যায় কমবেশি এলোমেলো অনুষ্ঠানের সূচনায়। তা' হলেও কোনও মহাভারত অশুদ্ধ হয়নি।

সংযুক্তা ঘোষ, সুদেব চট্টোপাধ্যায়, শাশ্বতী বসু, ইন্দ্রনীল ঘোষ ও অপর্ণা শীল ভট্টাচার্যের মিলিত কণ্ঠে গীত হল ব্যঙ্গমার থীম সং 'ঠাট্টা তামাসা রগড় রঙ্গ...'। চলে যাওয়ার তাড়া থাকায় রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য শিষ্য, দূরদর্শন ও আকাশবাণী খ্যাত সুদেব চট্টোপাধ্যায় মাত করলেন তাঁর টপ্পা শ্যামা সঙ্গীত ও ডিএল রায়ের গান নিবেদনে। কণ্ঠটি তাঁর এ-জাতীয় গানে সত্যিই ঈর্ষনীয় এবং তাঁর গুটি কয়েক গান শুনে তা শোনার খিদে বেড়ে যায় শ্রোতাদের। এরপর আজকের মজলিশের আহ্বায়ক প্রখ্যাত দন্ত চিকিৎসক ডাঃ হীরেন্দ্রনাথ শীল উপস্থিত সকলকে গরমকে উপেক্ষা করে আসার জন্য জানান ধন্যবাদ এবং আশা করেন সবার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গমার জন্মদিন আনন্দময় হয়ে উঠুক। সম্পাদকীয় বক্তব্যে দিগম্বর দাশগুপ্ত তুলে ধরেন ব্যঙ্গমার অতীত কথা ও আগামী দিনের পরিকল্পনা। এরপর আবৃত্তি গান কবিতা ছড়া রম্যরচনা পাঠ ও জাদু প্রদর্শনে যথাক্রমে অংশ নেন অপর্ণা শীল ভট্টাচার্য, ডাঃ তাপস ঘোষ, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আবৃত্তি), কবিতা ও ছড়া পাঠে নিতাই মৃধা, শিবশঙ্কর বকসী ও স্বয়ং সম্পাদক। সংগীতে রুমি মুখোপাধ্যায়, শাশ্বতী বসু, ইন্দ্রনীল ঘোষ, বর্ষীয়ান তৃপ্তি ঘোষ, সংযুক্তা ঘোষ, আরতি যাদব ও কিশোরী কৃতি শিল্পী কৃতি শীল। রম্য রচনা শুনিয়ে আসরে অন্যমাত্রা এনে দেন সঞ্জয় ঘোষ এবং হাস্যরস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও মূল্যবান বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক পার্থকুমার মুখোপাধ্যায়। নিঃশ্বাস দূরত্বে দাঁড়িয়ে হাতের কেরামতিতে তাক লাগানো খেলা দেখিয়ে সবার তালি কুড়োন বনানী ব্যানার্জী ও দেবাশিস সাহারায়। প্রখ্যাত জাদুকর অরুণ ব্যানার্জীর জাদু সঙ্গিনী বনানী একটিও শব্দ মুখে না এলে যে ইমপ্রমচু কনজুরিং প্রদর্শন করেন, জাদু সাহিত্যিক দিগম্বর দাশগুপ্ত তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। জাদু সম্পর্কে রসের কথা শোনান অরুণ ব্যানার্জী। আম আদমি সম্পাদক করুণাময় বিশ্বাস বলেন ৩৭ বছর ধরে হাস্যরসকে কেন্দ্র করে এত মানুষকে ব্যঙ্গমায় সামিল করা ও সকলকে কৌতুক রস চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা সম্পাদকের এক বড় কৃতিত্ব ও সাংগঠনিক ক্ষমতা। অনুষ্ঠানটি যোগ্যতার সঙ্গে সঞ্চালনা করেন সঞ্জয় ঘোষ, তাঁকে সহায়তা করেন সুজিত ইন্দ্র। অনুষ্ঠান শেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আজকের আহ্বায়ক। সকলকে উপাদেয় জলযোগের মাধ্যমে আপ্যায়ন করেন হীরেন্দ্র শীল, গৃহকত্রী সংযুক্ত ঘোষ। অনুষ্ঠানে শিবশঙ্কর বক্সির ভ্রমণ কাহিনীর ওপর লেখা 'বেড়াতে বেরিয়ে' বইখানি উন্মোচন করেন বিশ্ব পর্যটক দিগম্বর দাশগুপ্ত মহাশয়। পরবর্তী অনুষ্ঠান পালিত হবে ২৫ জুন 'সংগীত সন্ধ্যা' হিসেবে কবি শক্তিপ্রসাদ রায়শর্মার আহ্বানে তাঁর সল্ট লেকের বাসভবনে।

পত্র-পত্রিকার আলোচনা

রামায়ণ

(পিনাকী শঙ্কর চৌধুরী / প্রকাশনা – সংস্কার, ১২এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ / মূল্য ৫০০ টাকা)– প্রায় সাড়ে আটশো পাতার সুবৃহত এই গ্রন্থটি বাল্মিকীর মূল গ্রন্থের পয়ার ছন্দে বাঙ্গানুবাদ। কঠিন এই কাজটি চার বছরের কিছু অধিক সময়ে সেরে ফেলে পিনাকী শঙ্কর চৌধুরী এক অসাধারাণ কাণ্ড ঘটিয়েছেন তা জোর গলায় বলা যায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের কথা মাথায় রেখেও বলা চলে, এই কাজটি অভিনব। কৃত্তিবাস বাল্মিকীর মূল রামায়ণের অনুবাদ করেন নি, অনেক অংশে তাঁর নিজস্ব কল্পনাও ঠাঁই করে নিয়েছে, এবং সেই কারণে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে মূল রামায়ণ-আখ্যানের বেশ কিছু অমিল রয়েছে। পিনাকী শঙ্কর চৌধুরী মূল রামায়ণ অনুসরণ করে এগিয়েছেন। ইতিপূর্বে রামায়ণ অনুবাদ করেছেন পঞ্চানন তর্করত্ন এবং হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং সে দু-টিই লেখা হয়েছে গদ্যে। সেই বিচারে পিনাকী বাবুর এই প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে প্রথম। সাত কাণ্ডের রামায়ণে ২৭৯২৮টি শ্লোক মোট ৬৫৫টি সর্গে বিভক্ত। মূল রামায়ণের প্রতিটি শ্লোক ধরে ধরে তার ভাষা, অর্থ ও ব্যঞ্জনা যতদূর সম্ভব বজায় রেখে বাংলা ভাষায় তা প্রকাশ করার কাজটি যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য ও ধৈর্যসাপেক্ষ। ক্রাউন সাইজে ম্যাপলিথো কাগজে ঝকঝকে ছাপা বইটির বাঁধাই মজবুত। প্রচ্ছদ চিত্র, ভিতরের রঙীন চিত্র ও অন্যান্য অলংকরণ যথাযথ।

আকাশ বলাকা

(সম্পাদক – সুনীল গুহ / বৈশাখ সংখ্যা / চতুর্থ বর্ষ / ২০১৭) – দুটি নিবন্ধ রয়েছে বর্তমান সংখ্যাটিতে। প্রবীর নন্দী (আমি রবি বলছি)-র নিবন্ধটি রবি ঠাকুরের ভাষণের নির্বাচিত অংশ, যা লেখকদের উদ্বুদ্ধ করবে। অন্য নিবন্ধটিতে নীল নক্ষত্র কাজী নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার জন্ম-কথার সাথে পূর্ব-রচিত কবি মোহিতলাল মজুমদারের আমি কবিতাটির মিল অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে লেখক কোন এক সময়ের কিছু বিতর্কের উল্লেখ করতেও ভোলেন নি। ফলে বর্তমান রচনাটি বিশ্লেষকের দায়বদ্ধতার বদলে তর্ক-যুদ্ধের মহড়ায় পরিণত হয়ে গেছে। রত্নেশ্বর হাজরা, কৃষ্ণা বসু, অরুণ কুমার মান্না, বিকাশ বিশ্বাস, বিশ্বনাথ প্রামাণিক, প্রদীপ গুপ্ত, বিধান সাহা প্রমুখ ভালো কবিতা উপহার দিয়েছেন। কবিতার প্রাবল্য দেখা গেল কিন্তু সেগুলির নির্বাচনে আরও একটু কঠোরতা দরকার ছিল। ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট কবিতায় (বিজন চন্দ) কবি বড় অফিসার-কে লম্পট বলে চিহ্নিত করলেন যে অপরাধে, সেটার সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের দায় কারোর নেই! যে বস্তুটি (ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট) বর্তমান সময়ে তার গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে, তার প্রাসঙ্গিকতা আর থাকে কি করে!

রামায়ণ

(পিনাকী শঙ্কর চৌধুরী / প্রকাশনা – সংস্কার, ১২এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ / মূল্য ৫০০ টাকা)-প্রায় সাড়ে আটশো পাতার সুবৃহত এই গ্রন্থটি বাল্মিকীর মূল গ্রন্থের পয়ার ছন্দে বাঙ্গানুবাদ। কঠিন এই কাজটি চার বছরের কিছু অধিক সময়ে সেরে ফেলে পিনাকী শঙ্কর চৌধুরী এক অসাধারাণ কাণ্ড ঘটিয়েছেন তা জোর গলায় বলা যায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের কথা মাথায় রেখেও বলা চলে, এই কাজটি অভিনব। কৃত্তিবাস বাল্মিকীর মূল রামায়ণের অনুবাদ করেন নি, অনেক অংশে তাঁর নিজস্ব কল্পনাও ঠাঁই করে নিয়েছে, এবং সেই কারণে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে মূল রামায়ণ-আখ্যানের বেশ কিছু অমিল রয়েছে। পিনাকী শঙ্কর চৌধুরী মূল রামায়ণ অনুসরণ করে এগিয়েছেন। ইতিপূর্বে রামায়ণ অনুবাদ করেছেন পঞ্চানন তর্করত্ন এবং হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং সে দু-টিই লেখা হয়েছে গদ্যে। সেই বিচারে পিনাকী বাবুর এই প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে প্রথম। সাত কাণ্ডের রামায়ণে ২৭৯২৮টি শ্লোক মোট ৬৫৫টি সর্গে বিভক্ত। মূল রামায়ণের প্রতিটি শ্লোক ধরে ধরে তার ভাষা, অর্থ ও ব্যঞ্জনা যতদূর সম্ভব বজায় রেখে বাংলা ভাষায় তা প্রকাশ করার কাজটি যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য ও ধৈর্যসাপেক্ষ। ক্রাউন সাইজে ম্যাপলিথো কাগজে ঝকঝকে ছাপা বইটির বাঁধাই মজবুত। প্রচ্ছদ চিত্র, ভিতরের রঙীন চিত্র ও অন্যান্য অলংকরণ যথাযথ।

পুরবার্তা

(সম্পাদক – অরূপ কুণ্ডু / এপ্রিল ২০১৭) – উত্তর দমদম পৌরসভার ত্রৈমাসিক মুখপত্র। বেশ আঁটোসাঁটো গড়নের পত্রিকাটিতে বেশ কয়েকটি সরস নিবন্ধ (খেলাধূলা ও রবীন্দ্রনাথ, হাস্যরসিক নজরুল, বিদ্যাসাগর) পাঠকদের মনযোগ আকর্ষণ করবেই । কালিকাপ্রসাদের উপর স্মৃতিচারণ (আশিস গোস্বামী) মন ছুঁয়ে যায় । তুলনায় গল্প তিনটি সেভাবে দাগ কাটল না। ছড়া / কবিতায় মানসী কীর্তনীয়া, পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, গৌরাঙ্গ দাস, মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু ভালো উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন। রঙীন প্রচ্ছদ পত্রিকার জৌলুস বাড়িয়েছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু মাল্যদানরত মুখ্যমন্ত্রী-র ছবি সংবাদপত্রে যতটা মানায়, পত্রিকা-প্রচ্ছদে হয়তো ততটা নয় ।

চতুর্দশ শিশুনাট্য কর্মশালা

রবীন্দ্রনাট্য সংস্থা, গোবরডাঙার আয়োজনে গত ২১ মে ২০১৭ থেকে শুরু হয়েছে স্কুল ভিত্তিক শিশু-কিশোর নাট্য কর্মশালা। স্থানীয় শ্রীচৈতন্য উচ্চ বিদ্যালয়ে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব প্রদীপ ভট্টাচার্য মহাশয় (বহরমপুর রেপার্টরি থিয়েটার)। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ঢাকা 'প্রাকৃত জন' নাট্যদলের পরিচালক সেলিম রেজা সেন্টু।

এবারের কর্মশালায় গোবরডাঙা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ১৮টি বিদ্যালয়ের প্রায় একশো শিশু কিশোর অংশ নিয়েছে, যাদের বয়স ৮ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত। নাট্য কর্মশালায় এবারের বিষয় 'বিশ্ব উষ্ণায়ন'। আট দিনের এই কর্মশালায় বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রেক্ষিতে নাটক নির্মিত হয়েছে। নাম ফিউচার (Future)। চারদিকে নগর সভ্যতার কারণে নির্বিচারে কাটা পড়ছে গাছ, পুকুর নদী-নালা ভরে গিয়েছে প্লাস্টিকে, কলকারখানা, গাড়ির ধোঁয়া বাতাসকে কালো করে দিয়েছে, ময়লা

আবর্জনার কারণে নদী-নালা নাব্যতা হারিয়েছে। অসাধু মানুষ পুকুর, ডোবা ভরাট করে তৈরি করছে অট্টালিকা। এক কথায় পরিবেশ আজ বিপন্ন-বিপদগ্রস্ত। উত্তরোত্তর পৃথিবী হচ্ছে উষ্ণ, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে একটাই পথ বৃক্ষরোপণ করে মরণাপন্ন পৃথিবীকে বাঁচিয়ে তুলুন।

২৮ মে কর্মশালায় শেষ দিনে নাটকটি পরিবেশিত হবে। সমস্ত অতিথিদের হাতে একটি করে গাছ উপহার দেওয়া হবে। কর্মশালায় উপস্থিত সকল ছাত্র-ছাত্রীকে শংসাপত্র দেওয়া হবে।

কৃষি যোজনায় পুতুলের বার্তা

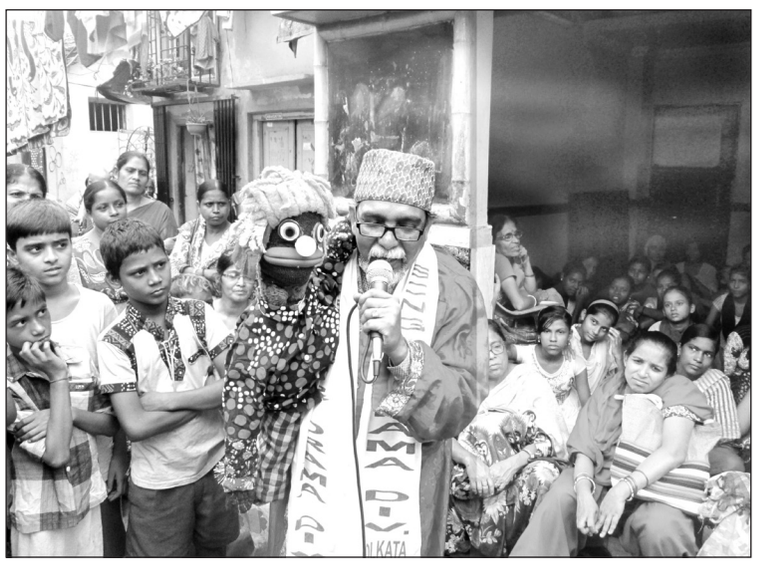

কৃষি প্রধান ভারতবর্ষে কৃষির যোজনাকে মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেবার লক্ষে গত ২৫ ও ২৬ মে ২০১৭ কলকাতার ধুমকেতু পাপেট থিয়েটার ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সহয়োগিতায় বারুইপুরে মঞ্চায়ন করল দীলিপ মণ্ডলের পরিচালনায় পুতুল নাটক – কৃষি যোজোনায় পুতুলের বার্তা।

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালার 'চিল্ড্রেন্স হার্ট ড্রইং স্কুল' সম্প্রতি 'বার্ষিক চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী-২০১৭'-র আয়োজন করে বেহালার বাক্সসমাজ রোডস্থিত 'অভিসার আর্ট গ্যালারিতে'। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত চিত্রকর ও ভাস্কর দেবাশিস মল্লিক চৌধুরী। উদ্বোধনী সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত কারিগর হরিপদ সরকার। প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন ৫৮ জন নতুন প্রজন্মের শিশু শিল্পীরা।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী -৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর -৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পান্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র-৮১১৬৪৮৭০৪৬

চ্যাম্পিয়ন্সে ভারতের উজ্জ্বল পারফরমেন্স

পাক ঘাঁটি গুড়িয়ে এগোচ্ছে টিম বিরাট

পার্থসারথি গুহ

ফের পাকিস্তানের ঘাঁটি গুড়িয়ে দিল ভারত। তবে এবার আর সামরিক অভিযানের মারফৎ নয়, এই হানাদারি চলল ইংল্যান্ডের মাটিতে। তাতে রীতিমতো পর্যুদস্ত হল পাক বাহিনী। যথারীতি হাসতে হাসতে আরও একটা জয় তুলে নিল বিরাট কোহলির দল। যার পরিণামে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে ভালো জায়গায় চলে গেল টিম ইন্ডিয়া। কুম্বলে–কোহলি বিরোধের মধ্যেও নিঃসন্দেহে যা সুন্দর পরিবেশ তৈরি করল ভারতীয় শিবিরে। ভারতের গ্রুপে আর যারা আছে তাদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা পরের রাউন্ডে যাবেই। সঙ্গে দ্বিতীয় নামটি ভারতের হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। গ্রুপের অন্য সদস্য শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানের পক্ষে অবশ্য পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। অন্য গ্রুপ থেকে দুটি ম্যাচ জিতে আয়োজক ইংল্যান্ড নিশ্চিতভাবে সেমিফাইনালে যাচ্ছে। তা হলে গিয়ে দাঁড়াল ভারত–ইংল্যান্ড–দক্ষিণ আফ্রিকা সেমিতে যাচ্ছেই। এদের সঙ্গে হয়তো জুড়ে যাবে অস্ট্রেলিয়া, বৃষ্টি ভাগ্য যাদের খুব কঠিন অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। ফলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি যে দারুণ উত্তেজক মুডে প্রবেশ করতে চলেছে তা এখন থেকেই বেশ বোঝা যাচ্ছে।

ভারতের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার আগে থেকেই যেভাবে মিডিয়া থেকে এক শ্রেণি শোয়েব মালিকদের জয়ী দেখছিল তাঁদের 'থোতা মুখ ভোঁতা' করে ভারত অনায়াস জয় পেল। শিখর ধাওয়ান, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, যুবরাজ সিংরা সকলেই বড় রান পেলেন এদিন। স্লগ শোয়ে সুপারহিট করে গেলেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। সব মিলিয়ে ভারতের পক্ষে যা যা ঘটার ছিল তার চেয়ে বেশিই ভালো ঘটনা ঘটল এদিন। একই সঙ্গে বিশ্বের তাবড় দলগুলির মঞ্চে ভারতের পক্ষে বড় বিজ্ঞাপন হয়ে রইল এই ম্যাচ। অথচ এই দলের ড্রেসিংরুমেই কোচ কুম্বলে ও অধিনায়ক কোহলির মধ্যে যে চরম মতবিরোধ তার ন্যূনতম প্রভাব পড়ল না ভারতীয়দের পারফরমেন্সে। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় দলের দুই সেরা বোলার রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও মহম্মদ সামিকে ছাড়াই ভারতের অশ্বমেধ ঘোড়া ছুটছে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অনেকটা মিনি বিশ্বকাপের আসর বটে। সব সেরা দলের তারকা ক্রিকেটারের সমাহার ঘটছে এখানে। ২০১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আগে এটা একটা বড় মহড়ার জায়গাও বটে। তার মধ্যেই আশা জাগিয়ে শুরু করলেন টিম কোহলি। যে কোনও দলের কাছে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ এভাবে একপেশে জেতা বিরাট প্রাপ্তি। তার ওপর পাকিস্তানের মতো চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলকে হারানো তো বিশাল ব্যাপার। এখনও পর্যন্ত যেভাবে এগোচ্ছে চাম্পিয়ন্স ট্রফি তাতে ভারতের সামনে বড় কাঁটা হয়ে উঠতে পারে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া ও দুর্দান্ত শুরু করা দক্ষিণ আফ্রিকা।বিরাটকে জোর টক্কর দেওয়ার ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই রাখছেন তাঁর আইপিএল সতীর্থ ডিভিলিয়ার্সের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকা। যাঁরা প্রস্তুতি ম্যাচে হোস্ট ইংল্যান্ডকে একপেশে ম্যাচে উড়িয়ে দিল। একটা সময় আগুনে প্রোটিয়া পেসার রাবাদার সৌজন্যে মাত্র ২০ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল ইংল্যান্ড। ভারতও অবশ্য তাঁদের প্রস্তুতি পর্ব ভালোভাবে শুরু করেছে। রান পেয়েছেন স্বয়ং কোহলি। এখন যেভাবে টিম ইন্ডিয়া এগোচ্ছে তাতে দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া হয়ে উঠতে পারে টিম বিরাটের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রস্তুতি ম্যাচ থেকেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে টিম কোহলি। তার জন্য প্র্যাকটিস শুরু হয়েছে অভিনব কায়দায়। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলা হবে সাদা বলে। যাতে মারাত্মক সুইং হয় একথা অন্তত কোনও শত্রুও বলতে পারবেন না। অথচ বল সুইং না করলে কী হবে, গ্রীষ্মের আধা মেঘলা আবহাওয়া বলের মুভমেন্ট ঘটাতে কতটা সাহায্য করে তা তো মোটের ওপর সকলেই জানেন। সেজন্য বিরাটরা এক অদ্ভুত কায়দার প্রয়োগ ঘটালেন। সেই সূত্র অনুযায়ী লাল বলে যতই খেলা হোক ভারত অনুশীলন সারছে সুইংয়ের জন্য বিখ্যাত লাল কোকাবুরা বলে। বলাবাহুল্য এতে যে ভারত বাড়তি অ্যাডভান্টেজ পেল তা স্বীকার করছেন সকলেই। এখন দেখার প্রস্তুতি পর্ব শেষ পর্যন্ত কতটা ফল দেয় ভারতের পক্ষে। বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন ভারত দেশের মাটিতে (কিছুটা বিদেশেও বটে) পরের পর সাফল্য পেয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাঁদের দেশের মাটিতে হারানো, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে একের পর এক জয় কোহলির অধিনায়কত্বকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। আইপিএলে বিরাটের পারফরমেন্স অবশ্য পাতে দেওয়ার মতো ছিল না। তার নেতৃত্বাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজি বেঙ্গালুরু রয়াল চ্যালেঞ্জার্স সবার নিচে থেকে আইপিএল শেষ করেছে। কোহলির ব্যাটও কথা বলেনি আইপিএলে। তবে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য আরসিবি'র পারফরমেন্স হতাশাজনক হওয়ার প্রধান কারণ হল বিরাট বনাম ডিভিলিয়ার্সের দল চালনা নিয়ে মতবিরোধ। এবার অবশ্য ডিভিলিয়ার্স আর কোহলি যথাক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের অধিনায়কত্ব করায় দেখিয়ে দেওয়ার ভরপুর সুযোগ থাকছে কে সেরা। কোহলি ফর্মে না থাকায় অনেকেই চিন্তিত ছিলেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কোন বিরাটকে দেখবে ভারত। অবশ্য সেদিক থেকে কোহলি ফের প্রমাণ করলেন দেশের জার্সি গায়ে চাপালে তিনি আলাদা মেজাজে চলে যান। আপসে রান আসতে থাকে ব্যাটে। পাকিস্তানের সঙ্গে বিরাটের এই রাজকীয় মনোভাবটাই চ্যাম্পিয়ন্সে ভারতের আশার গ্রাফ উর্দ্ধমুখী করে তুলছে। অজিদের বা প্রোটিয়াদের সঙ্গে টিম ইন্ডিয়া কেমন লড়াই দেয় সেটাই এখন দেখার।

সাহায্যের অপেক্ষায় জেসমিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অভাবকে সঙ্গী করে চলছে বীরভূম জেলার এক ক্রীড়াবিদের জীবন। বাবা পেশায় ভ্যানচালক। পানাগড় মোরগ্রাম ৬০ নং জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত এক অখ্যাত গ্রাম–'ভেলিয়ান'। বীরভূম জেলার নলহাটি থানার অন্তর্গত ভেলিয়ান গ্রাম। আজ সেই ভেলিয়ান গ্রাম পেয়েছে এক নিজস্ব পরিচয় সৌজন্যে জেসমিনা খাতুন। জাতীয় সাইকেলিস্ট জেসমিনা খাতুন। বাংলার হয়ে পুনে ও কেরলে অংশগ্রহণ করেছিল। বাংলা মিটে একটি সোনা ও রুপো জয়লাভ করে। সে জেলার হয়ে অনেক প্রোয়িং ইভেন্টে পুরস্কার জিতেছে। বর্তমানে তার প্রয়োজন একটি অত্যাধুনিক সাইকেলের। যা নিয়ে সে ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবে। মুখ উজ্জ্বল করবে জেলা তথা সমগ্র রাজ্যবাসীর। কিন্তু জেসমিনার স্বপ্নের পথে বাধা অভাব। জেসমিনার বাবা পেশায় ভ্যানচালক। তাই এখন জেসমিনার দরকার অর্থনৈতিক সাহায্যের। সেইদিকেই তাকিয়ে আছে জেসমিনা।

ভেটারেন্স ফুটবল টুর্নামেন্ট

মলয় সুর : বৈদ্যবাটি চল্লিশ উর্দ্ধ প্রবীণদের ব্যবস্থাপনায় স্টেশনের পাশেই বান্ধব সমিতির মাঠে আমন্ত্রণমূলক তৃতীয় বার্ষিক টুর্নামেন্ট শুরু হয় গত ৬ মে। এতে ১৬টি বিভিন্ন ডাকসাইটে দল অংশগ্রহণ করে। এমন কি এই নাইন সাইড ফুটবল টুর্নামেন্টে গড়ের মাঠের তিন প্রধানে খেলা বন্ধু প্রাক্তন ফুটবলারকে খেলতে দেখা যায়। এই ফুটবল উৎসবকে সর্বাঙ্গীনভাবে সফল করে তুলতে যাদের প্রয়াস অতুলনীয় তিনি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত নাগ (জয়ন্ত) জানিয়েছেন, আজকের ফুটবল আর আগেকার ফুটবলের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। চলচ্চিত্র, সাহিত্য, গান যেমন বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গ ফুটবলও ঠিক তেমনভাবে বাঙালির সমাজজীবনে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে এসেছে। তাই বাঙালির ফুটবল হয়তো আগেকার গরিমা অনেকটা হারিয়েছে ঠিকই তবু বাঙালির রক্তে এখনও ফুটবল রয়েছে। তাই ফুটবলের সঙ্গে জড়িত সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সেই গরিমা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে। সুব্রতর ভূমিকা এই বয়সেও অনবদ্য। মাঠে নেমে লিগ প্রথায় ফুটবল খেলে ২৬টি গোল করেছেন। যা অসাধারণ, অতি উপভোগ্য খেলা উপহার দেয় দলগুলি। ফাইনালে গত ৪ জুন মুখোমুখি হয়েছিল ভদ্রেশ্বর বলাকা স্পোর্টিং ও শ্রীরামপুর স্পোর্টিং। খেলায় কোনও দলই নির্ধারিত সময়ে গোল করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকার ও সাডেন ডেথের মাধ্যমে ভদ্রেশ্বর বলাকা স্পোর্টিং ৭–৬ গোলে শ্রীরামপুর স্পোর্টিংকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। খেলা শেষে বিজয়ী বলাকা স্পোর্টিংকে শচিতা নন্দ নাগ সুদৃশ্য ট্রফি সহ নগদ ১২ হাজার টাকা এবং বিজিত শ্রীরামপুর স্পোর্টিং প্রণব মুখার্জী স্মৃতি কাপ সহ ৮ হাজার নগদ আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। এদিন ভারত পাকিস্তানের হাই ভোল্টেজ ক্রিকেট ম্যাচ থাকা সত্ত্বেও বহু দর্শক মাঠে হাজির ছিলেন। খেলাটি পরিচালনা করেন শানু চক্রবর্তী। এদিন ম্যান অব দি ম্যাচ, প্লেয়ার অব দি টুর্নামেন্ট, সেরা গোলকিপার হন ম্যাচের হিরো বলাকা স্পোর্টিংয়ের নবাব আলি। টুর্নামেন্টে পুরস্কারের ছড়াছড়ি ছিল। ফাইনালে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় তারকা বিশ্বজিৎ ঘোষ ও চাঁপদানি বিধানসভার কংগ্রেস বিধায়ক আবদুল মান্নান।

স্বীকৃতিহীনতায় ভুগছে বিটিএ

রিম্পি ঘোষ: কোন্নগর মিলন সংঘের পরিচালনায় এবং বেঙ্গল টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন ও হুগলি জেলা টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ সহযোগিতায় কোন্নগর মিলন সংঘে সারা বাংলা

টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা কাশিমবাজার (স্টেজ থ্রি) র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্ট ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সত্যগোপাল ভট্টাচার্য, বেঙ্গল টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি গোপীনাথ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দে, কোষাধ্যক্ষ রঙ্গন মজুমদার, আয়োজক সংস্থার টেবিল টেনিস বিভাগের সম্পাদক করুণ তপাদার প্রমুখ। পাঁচদিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় ৬ টি ছেলেদের ও ৬ টি মেয়েদের বিভাগ মিলিয়ে মোট ১২ টি বিভাগে প্রায় ৪০০জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছে। বেঙ্গল টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি গোপীনাথ ঘোষ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বেঙ্গল টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন টেবিল টেনিস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া থেকে স্বীকৃতি পাচ্ছে না। তিনি ফেডারেশনের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে বলেন অতীতে ভারত সরকার ৭৫ শতাংশ ছাড়ে রবারের বল আনত। ফেডারেশনের তৎকালীন সম্পাদক সেই ৭৫ শতাংশ ভরতুকি নিজে কুক্ষিগত করতেন। বেঙ্গল টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন এর প্রতিবাদ করায় আমাদের সংস্থাকে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু টেবিল টেনিসের সংবিধানে ডিসকোয়ালিফায়ের কোনও নিয়ম নেই। অথচ ২০০৬ সাল থেকে আমাদের সংস্থা ডিসকোয়ালিফায়েড হয়ে আছে। বাম আমলে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্ট করে ব্যর্থ হন। তৃণমূল আমলে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্র এই বিভাজন, ডিসকোয়ালিফায়ের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। কিন্তু কোন লাভ হয় নি। তবে বর্তমান ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এই বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন।

জায়গা পাওয়াই চ্যালেঞ্জ আর্জেন্টিনার

রুশ বিশ্বকাপ

কমল নস্কর : রাশিয়া বিশ্বকাপের আকর্ষণ অর্ধেক হয়ে যেতে পারে যদি গতবারের রানার্স আর্জেন্টিনা তাতে সুযোগ না পায়। এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা তারকা মেসির পক্ষেও তাহলে দেশকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। কারণ লিওনেলের যা বয়স তাতে ২০২২ বিশ্বকাপ খেলা তার পক্ষে এককথায় অসম্ভব। সেক্ষেত্রে ২০১৮ বিশ্বকাপ তাঁর কাছে 'মরি বাঁচি' চ্যালেঞ্জ। ক্লাবের জার্সি গায়ে সফল, আর দেশের নীল–সাদা জার্সিতে ফ্লপ এই অভিযোগ মিথ্যে করতে একবার অন্তত বিশ্বকাপ আনতেই হবে মেসিকে। তবেই প্রমাণ হবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের। নইলে হাজারো রেকর্ডের পরেও তিনি ব্যর্থতার অন্ধকারেই পর্যবসিত হবেন।

এখন কথা হচ্ছে মেসি কী আদৌ সেই সুযোগ পাবেন? বিশ্বকাপে মোটেই স্বস্তিতে নেই। তাদের স্থান এখন পঞ্চম। খারাপ পারফরমেন্সের জেরে পুরনো কোচকে বরখাস্ত পর্যন্ত হতে হয়েছে। নতুন কোচ সাম্পাওলি এসে জোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন ঘুরে দাঁড়াবার। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে এক শুক্রবার এই ম্যাচ। বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হলেও একে অপরকে মেপে দেখার এই মঞ্চের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করবে তা বলাইবাহুল্য। মেসি বনাম নেইমার লড়াই অবশ্য এবার হচ্ছে না। মেসি আর্জেন্টিনাকে নেতৃত্ব দিলেও নেইমার থাকবেন না ব্রাজিল দলে। সেদিক থেকে খানিকটা অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যাচ্ছে নীল–সাদা জার্সিধারীরা।

ফ্রেন্ডলি ম্যাচ নিয়ে যাই হোক না কেন, বিশ্বকাপের যোগ্যতা পাওয়া আপাতত সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ টিম মেসির কাছে। মারাদোনার দেশ বিশ্বকাপে নেই এটা কোনওভাবেই কল্পনা করা যায় না। প্রত্যেকটা ম্যাচ তাই 'ডু অ্যান্ড ডাই' সিকোয়েন্সে পৌঁছে গিয়েছে। আর্জেন্টিনার আগামী প্রতিপক্ষরাও কোনও অংশে কম নয়। এদের মধ্যে উরুগুয়ে, পেরু, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডররা যখন তখন ভালো লড়াই দিতে পারে। আবার এই ৪ ম্যাচের একটিতে হারলেও রাশিয়া বিশ্বকাপ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে আর্জেন্টিনার কাছে। ফলে সাম্পাওলি ভালো মতো টের পাচ্ছেন নতুন দায়িত্ব কাকে বলে। খাদের কিনারা থেকে তিনি যদি আর্জেন্টিনাকে টেনে দাঁড় করাতে পারেন তাহলে সকলে ধন্য ধন্য করবে। না হলে লবডঙ্কা জুটবে।

ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা: আগামী ১০ ও ১১ ই জুন কোন্নগর মিলন সংঘের পরিচালনায় কোন্নগর রবীন্দ্রভবনে শুরু হতে চলেছে রাজ্যস্তরের প্রো – ক্যারাটে টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টে বয়সভিত্তিক প্রায় ৩০–৩৫ টি বিভাগে সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিযোগীরা অংশ নিচ্ছে। এই টুর্নামেন্ট চলাকালীন অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্লা, উত্তরপাড়ার বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, কোন্নগর ও উত্তরপাড়ার পুর–প্রধান প্রমুখ।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

ম্যাজিক স্টোরি

দুধ ভ্যানিশের ম্যাজিক

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জাদুকর)

তখন আমার বয়স ১২। সেই প্রথম আমি বিরাট জাদু প্রদর্শনী দেখলাম— জাদুকর ছিলেন '৫০–'৬০ এর দশকের কলকাতার বিখ্যাত জাদুকর কে সি (কার্তিক চ্যাটার্জী)। তখন জাদু সম্রাট পি সি সরকার সিনিয়র যা যা খেলা দেখাতেন, তা সবই দেখাতেন জাদুকর কেসি। তিনি রেলের গার্ডও ছিলেন। তাই সর্বভারতীয় রেলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর আড়াই ঘন্টার জাদু প্রদর্শনীর আমন্ত্রণ পেতেন। জাদুকর কেসি–ই হন পরে আমার 'জাদুগুরু'।

জাদুকর কেসির হাতে যে সব বিস্ময়কর খেলা আমি দেখলাম তার মধ্যে যে খেলাটা আমাকে সব চেয়ে বেশি বিস্মিত করে সেটি হল দুধ ভ্যানিশের ম্যাজিক। এই খেলায় জাদুকর কেসি এক জাগ দুধ, একটা খবরের কাগজের পাতা নিয়ে তৈরি ঝাল মুড়ির বড় ঠোঙায় ঢেলে দিয়ে ঠোঙাটা খুলে দিয়ে দেখালেন দুধ ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছে, কাঁচের জাগটায় সামান্য দুধ পড়ে আছে... বলাবাহুল্য দর্শকেরা খুব হাততালি দিলেন আর আমি কেমন বোকার মতন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

বাড়ি ফিরে এসেই আমি আমার জ্যেঠতুতো দাদা চাকুলুদাকে ধরলাম, তিনি দুধের ভ্যানিশের ম্যাজিকটা জানেন কিনা তা জানতে। আসলে চাকুলুদা ম্যাজিক ভাল বাসতেন। কিছু কিছু ম্যাজিক জানতেন, আমাকে দু–একটা খেলা শিখিয়েও দিয়েছিলেন। তবে আমার প্রশ্ন শুনে কিছুটা থমকে দাঁড়ালেন চাকুলুদা; তারপর মুচকি হেসে বললেন, হাঁ হাঁ, তিনি জানেন!... অতঃপর চাকুলুদা তাঁর ছোট বোন কমলুদিকে বললেন, 'ওরে আমাকে কাঁচের গ্লাসে এক গ্লাস দুধ দে তো!' কমলুদি খিঁচিয়ে উঠলেন, 'এ আবার কি কথা, সংসারের দুধ নিয়ে ম্যাজিক!' চাকুলুদা মুচকি হেসে বললেন, 'আরে বাবা আমি রোজ যে দুধ খাই সেই পরিমান দুধই দে না আমাকে'! অতঃপর কমলুদি কাঁচের গ্লাসে করে এক গ্লাস দুধ টেবিলে রেখে গেলেন। চাকুলুদা ঠিক জাদুকর কেসি–র মতনই খবরের কাগজের পাতা নিয়ে একটা ঝাল মুড়ির বড় ঠোঙা তৈরি করে বাঁ হাতে ধরলেন; ডান হাতে তুলে নিলেন দুধ ভর্তি কাঁচের গ্লাস। তারপর গ্লাসের কানা ঝাল মুড়ির ঠোঙার কানায় ধরলেন যেন দুধ সত্যি সত্যিই ঢালতে যাচ্ছেন এই রকম ভান করে, আমি তখন উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি কি হয় দেখবার জন্যে... আর তারপরই চাকুলুদা গ্লাসটা নিজের ঠোঁটের কাছে এনে এক চুমুকে সব দুধটা খেয়ে ফেলে গ্লাসটা ঠক করে টেবিলে রেখে দিয়ে, কাগজের ঠোঙাটা খুলে ফেলে কাগজটা হাওয়ায় ছেড়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'দুধ ভ্যানিস!' আর আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম, চোখে বোধহয় জলও এলো... অনেক অনেক বছর পরে আমি যখন 'জাদুকর' হলাম, দুধ ভ্যানিসের ম্যাজিকটা শিখলাম, দেখাতেও লাগলাম আমার গুরুর মতনই (গুরু কৃপাহি কেবলম!)। এখন আমার প্রিয় ছাত্র জাদুকর প্রিয়ম গুহ এই খেলাটা আরও মজা করে দেখায়। আমি তখন ওর দিকে তাকিয়ে আমার চাকুলু দাদার দুধ ভ্যানিসের ম্যাজিকটা দেখতে থাকি, যে ম্যাজিকটার মাধ্যমে আমার স্বর্গে চলে যাওয়া দাদা রয়ে গিয়েছেন আমার 'হৃদ মাঝারে'...

তোমরা ধাঁধা পাঠাও এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

গত সংখ্যার উত্তর : ভীমবিক্রম

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com